মা-বোনদের

নামায

গ্রন্থনা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনা

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

সহযোগিতা

মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনার একটি অঙ্গসংগঠন

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া



মা-বোনদের নামায
গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সম্পাদনা: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী, আশ্বিন ১৪২০।

প্রকাশক
মুহাম্মদ মোস্তফা
আল-আমিন জুয়েলার্স
রানাপিং বাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
০১৭১২ ৩২৪ ১০৮

প্রাপ্তিস্থান
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া, আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট। ০১৭৩ ২৪৯ ৮২৮৮
জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট। ০১৭৩ ৭৯১ ৩৪৬৩

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১১ ৪৭৮ ২৪৪।

হাদিয়া: ৫০.০০ টাকা।

"Ma-Bunder Namaz" [Salah For Ladies], Written by Engineer Azizul Bari, Edited by Maolana Faruq Ahmad Jakigangi, Published by, Khanqa-E-Aminia-Asgaria. Publisher: Muhammad Mustafa. Date of Publication: October 2013. Price: ৳50.00, $4.00, £2.50.

সূচিপাতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মা-বোনদের নামায সম্পর্কিত এ কিতাবখানা আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। নামায ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। গুরুত্বপূর্ণ এই আমল সম্পর্কে অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায়। বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক বিভিন্ন গুণিজন লিখেছেন। তবে শুধুমাত্র মহিলাদের নামায সম্পর্কে গ্রন্থাদির সংখ্যা বিরল। এর মূল কারণ হলো অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত মহিলাদের নামাযের উপর আলাদাভাবে গ্রন্থ প্রণয়নের তেমন প্রয়োজন পড়ে নি।

ইদানিং স্ব-ঘোষিত একদল **'মুজতাহিদ'** লা-মাজহাবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরা বলে বেড়াচ্ছেন, **'মহিলা ও পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই'**। কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী। চার মাজহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে বেশ ক'টি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামের আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেন নি।

হানাফী মাজহাব মতে মা-বোনরা কিভাবে নামায আদায় করবেন তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা তুলে ধরেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত সঠিক নামায-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যেই সফলতা বিদ্যমান। মাজহাব ছেড়ে নিজে নিজে মাসআলা-মাসাইল বের করে আমল করা আদৌ সম্ভব নয়। চার মাজহাবের যে কোন একটির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত সঠিক দ্বীনদারিত্ব। সুতরাং **'লা-মাজহাবীদের'** কথায় কেউ কান দেবেন না। আমরা এদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই।

এ কিতাব প্রণয়নে অনেকেই সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের সহকারী সচিব মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, সদস্য কবি আবদুল মুকিত মুখতার ও সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের পরামর্শ ও প্রুফ দেখা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থের প্রকাশক জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা সাহেবের প্রতিও বিশেষভাবে ঋণী। তিনি প্রকাশনার সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছেন, লিওয়াজিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সম্পাদক

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সিলেট।

১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি আমাদের একমাত্র মহাপরাক্রমশালী প্রভু। আমরা তাঁরই ইবাদত করি, ও তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া-মায়া ছাড়া এক মুহূর্তের জন্যও বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। হে মহান আরশের অধিপতি! আমাদের প্রিয় মা-বোনদের নামায প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই কিতাবখানা রচনায় আপনি এ অধমকে সাহায্য করুন। আপনার পছন্দসই সঠিক নামায পালনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে যেয়ে যেনো কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি না হয়- আপনার দরবারে এটুকু তাওফিক কামনা করছি। হে আল্লাহ! এ গ্রন্থ প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপনার সন্তুষ্টি কামনা। আপনি কবুল করুন।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবীজী, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় বিবি সাহেবাগণ ও তাঁর আসহাবে কিরামের উপর বর্ষণ করুণ অফুরন্ত শান্তি ও রহমত।

প্রিয় মুসলিমা মা ও বোনেরা! এই গ্রন্থখানা আপনাদের প্রতি উৎসর্গিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে মর্যাদাশীল করেছেন। পৃথিবীর জমিনে জন্ম দিয়েছেন অসংখ্য নবী, রাসূল, আউলিয়া-দরবেশ আপনাদেরই উদর থেকে। নারী-পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ছিলেন একজন মহিলা- হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু আনহা। আপনারা আমাদের মা ও বোন। আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন আমাদের জন্য শুধু উচিৎ নয় বরং তা আপনাদেরই প্রাপ্য। এই শ্রদ্ধা ও মমতাবোধ থেকেই অত্র কিতাবখানা আপনাদের সুবিধার্থে রচনার প্রয়াস।

এ যুগটি ফিতনার যুগ। ভিতর ও বাইর থেকে বহুতরের ফিতনার আক্রমণে জর্জরিত আজকের মুসলিম উম্মাহ। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বৎসরের লালিত

আমাদের দ্বীন-ইসলাম ও এর ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণে এ যুগের চিন্তাশীল মনীষীরা হিমশিম খাচ্ছেন। যতোই ফিতনা বিরোধী তৎপরতা চলুক না কেন, অপর আরেক শক্তিশালী ফিতনা এসে এর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। সঠিক দ্বীনদারিত্বের উপায়-অবলম্বন ও পাথেয় আমাদের মহাত্মন উত্তরসূরী সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, সালফে সালিহীন, উলামা-মাশাইখ প্রমুখ সংরক্ষণ করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ তাঁদের শেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বর্তমান যুগে একাধিক গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটেছে, যারা পূর্বসুরী মহাত্মনদের প্রতি চরম বে-আদবীসূচক আচরণ ও বৈরিভাব দেখাচ্ছে। তারা বলে, একমাত্র তারাই নাকি দ্বীন-ইসলাম ও এর ঈমান-আমল সম্পর্কে বেশী বুঝে! অতীতের এবং বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের অনুসারী অসংখ্য উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মুসলমানরা নাকি দ্বীন-ইসলাম ও এর ঈমান-আক্বীদা-আমল সঠিকভাবে পালন করতে জানেন না! তারা এমন চরম বিভ্রান্তি আজকের পুরো মুসলিম উম্মার প্রতি ছড়িয়ে দিচ্ছে যে, এর ফলে ইসলামের মৌলিকত্ব ঠিকে থাকা বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রিয় মা ও বোনরা! উপরোক্ত ফিতনাবাজ গোষ্ঠিদের কেউ কেউ এখন বলছে মহিলা ও পুরুষদের নামাযে কোন পার্থক্য নেই! এরূপ কথা বলে তারা আমাদের প্রিয় মা-বোনদেরকে ঠেলে দিচ্ছে জাহান্নামের দিকে। অথচ চার মাজহাবের ঐকমত্যে এটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মহিলা ও পুরুষদের নামাযে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। উক্ত ভ্রষ্ট দলটি প্রথমত পুরুষদের নামায ভিন্ন হবে বলে সবার আমলকে নষ্ট করেই ক্ষান্ত হয় নি, এখন তারা নারীদের নামাযসহ অন্যান্য আমলকেও বিনষ্ট করতে মরিয়া-হয়ে ওঠেছে। এই কিতাব প্রণয়নের উদ্দেশ্য, সঠিক উপায়ে নামায পালনের পদ্ধতি জানানো এবং ভ্রষ্ট ওসব স্ব-ঘোষিত 'এক্সপার্ট আলিম' নামধারীদের খপ্পর থেকে বাঁচার উপায় কি তা বুঝিয়ে বলা। আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

প্রিয় মা ও বোনেরা! আমি আপনাদের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি, নিজ নিজ মাজহাব অনুযায়ী যাবতীয় আমল করবেন। প্রাথমিক যুগের চার ইমাম তথা হযরত আবু হানিফা, হযরত মালিক, হযরত শাফিঈ ও হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল

রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীন পালনের সঠিক পদ্ধতি, মাসআলা-মাসাইল ইত্যাদিকে বলে মাজহাব। হাজার বৎসরের অধিক সময় ধরে এই চার মাজহাবের যে কোন একটি অনুসরণ করে আসছেন সকল মুসলমান। আমাদের উলামায়ে কিরাম কোন একটি মাজহাবের অনুসরণে আমল করার উপায়-অবলম্বন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা যদি এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই যে কোন উপায়ে তা শিক্ষাগ্রহণ আমাদের জন্য জরুরী। কিন্তু এ ফিতনার যুগে খুব সাবধান থাকতে হবে। নামধারী একাধিক গোষ্ঠির আবির্ভাব হয়েছে। এরা আমাদেরকে বলে, আসুন! আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে সঠিক দ্বীন! কোন মাজহাব অনুসরণের প্রয়োজন নেই! মাজহাব অনুসরণ গোমরাহী! আপনি রাসূলুল্লাহর দ্বীন পালন করবেন, ইমাম আবু হানিফা কিংবা অন্য কোন ইমামের দ্বীন কেন পালন করবেন? ইত্যাদি বাক্যবানে আপনাকে হতচকিত, বিভ্রান্ত, দিশেহারা করার চেষ্টা করবে।

আসলে 'মাজহাববিরোধী' বা 'লা-মাজহাবী' গোষ্ঠির উপরোক্ত কথাগুলো এককথায়, নফস ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নয়! দ্বীনকে সঠিকভাবে পালন করার পদ্ধতি পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে অনুসন্ধান করে বের করার ক্ষমতা আমাদের কারোরই নেই। এমনকি বড়ো বড়ো ফকীহ, ইমাম, মুজাদ্দিদ প্রমুখও **'যাবতীয়'** মাসআলা-মাসাইল বের করার ক্ষমতা রাখতেন না। একমাত্র উপরোক্ত চারজন সর্বোচ্চ পর্যায়ের গবেষক, মুজতাহিদ ইমামকে আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাঁরা সারাজীবন কাটিয়েছেন কুরআন-হাদীস গবেষণার উপর। প্রত্যেকের স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ লক্ষ হাদীস শরীফ। একেক জনের ঈমান-আমল-পরহেজগারী ও তাক্বওয়ার বর্ণনা আমাদেরকে অবাক করে। তাঁরা জীবনভর সাধনার মাধ্যমে উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেছেন সঠিক দ্বীন পালনের উপায়, পাথেয় ও পদ্ধতি। অপর কোন মুসলমান একমাত্র **'তাঁদের সমপর্যায়ের'** যোগ্যতা ছাড়া নতুনভাবে **'পঞ্চম'** আরেক মাজহাব বা দ্বীন পালনের উপায় আবিষ্কার করতে পারবেন না। গত ১২ শতাধিক বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে নি। অথচ কী আশ্চর্য! এ যুগের দু'একজন বর্ণিত মহাত্মন 'ইমামদের তুলনায় অশিক্ষিত', 'নামধারী আলিম', স্ব-ঘোষিত 'মুজতাহিদ', 'উস্তাদহীন শিক্ষিত'

ব্যক্তি নাকি দ্বীনকে তাঁদের থেকেও বেশী বুঝে নিয়েছেন! কী চরম যুক্তিহীনতা! এদের ভ্রান্তি ও জঘন্য পথভ্রষ্টতা থেকে আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে আশ্রয় কামনা করছি।

প্রিয় মা ও বোনেরা! আধুনিক যুগের ওসব দলভিত্তিক লোকের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমি আপনাদের কাছে আবারো আবেদন জানাচ্ছি। যে কোন ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে হক্কানী আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন। তবে মনে রাখবেন, সঠিক হক্কানী আলিম সকলে নন! যারা নিজেদেরকে সালাফী, আহলে হাদীস, মওদুদী, ওয়াহাবী ইত্যাদি হিসাবে পরিচয় দেয় কিংবা **'মাজহাব বিরোধী'** হিসাবে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত তারা কখনো 'হক্কানী' আলিম হতে পারেন না। হতে পারেন তারা, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী, বা এমনকি মক্কা কিংবা মদীনা শরীফে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া- কিন্তু হক্কানী আলীম হওয়ার মূল শর্ত হলো তিনি কোন না কোন মাজহাবের অনুসরণকারী হবেন। যদি তা না হন, তাহলে আপনি কখনো দ্বীন সম্পর্কে কোন মাসআলা ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ তার জবাব চার মাজহাবের শিক্ষার অনুকূলে হলেও আপনি যেটির অনুসরণ করেন সে মুতাবিক না-ও হতে পারে। অথচ যারতার মাজহাব মুতাবিক আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য **'ওয়াজিব'** বা অবশ্যকরণীয়।

এই গ্রন্থে শুধুমাত্র হানাফী মাজহাব অনুযায়ী মহিলাদের নামায সম্পর্কে সঠিক মাসআলা-মাসাইল তুলে ধরেছি। এর মূল কারণ হলো, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এ মাজহাবের অনুসারী। আমি আশা করছি, প্রিয় মুসলিমাহ মা-বোনরা এ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। ভুল-ত্রুটির জন্য আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের কারো চোখে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

-গ্রন্থকার

নামায ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ

ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি ৫টি। এগুলো হলোঃ **ঈমান (কালিমা), নামায, রোজা, হাজ্জ ও যাকাত**। ঈমান পরেই নামাযের স্থান। নামায তাই ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। প্রত্যেক বালিগ / বালিগা, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলমান নর ও নারীর জন্য **দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয**। সুন্নাত মুতাবিক সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে হবে। মা-বোনদের সুবিধার্থে অত্যন্ত সরল ভাষায় তাদের নামাযের পদ্ধতি প্রয়োজনীয় নকশাসহ এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি।

ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াইলাইহী উনীব।

মহিলাদের নামাযে পার্থক্যের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ

পবিত্র শরীয়তে মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক আইন-কানুন আছে যা পুরুষদের তুলনায় ভিন্ন। এর একাধিক কারণও আছে। তবে মূল কারণ হলো মহিলাদের পর্দা-পুশিদা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"। [আহযাব (৩৩) : ৩৩]

ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন, "পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে পার্থক্যের মূল কারণ হলো সতর (পর্দা)। এর অর্থ হলো নারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নামাযের সময় এমন পন্থাবলম্বন করা যার ফলে তাদের পর্দা-পুশিদা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পায়।" [বাইহাকী ২/৩১৪]

নামাযের জন্য প্রস্তুতি

নিম্নের বিষয়গুলো খিয়াল করবেন যখন আপনি নামাযের জন্য প্রস্তুত হবেন।

১. পবিত্রতা

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [বাক্বারাহ (২) : ২২২]

ইসলামের প্রথম মসজিদ '**মসজিদে কুবার**' মুসল্লিদের প্রশংসা করতে যেয়ে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۚ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।" [তাওবাহ (৯) : ১০৮]

নামাযের পূর্বশর্ত শরীর পাক থাকা। নাপাক অবস্থায় নামায হবে না। শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের দু'টি উপায় আছে: **১. গোসল ও ২. অযু।**

গোসল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও।" [মায়িদাহ (৫) : ৬]

গোসল মোট চার প্রকার:

১. ফরয গোসল।
২. ওয়াজিব গোসল।
৩. সুন্নাত গোসল।
৪. মুস্তাহাব গোসল।

১. ফরয গোসল: কয়েকটি কারণে গোসল ফরয হয়, যেমন: ক. কামভাবের সাথে বীর্যপাতের পর। খ. সহবাসের পর। গ. হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর। ঘ. নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর।

২. ওয়াজিব গোসল: বিশেষ কিছু কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, যেমন: নাপাক শরীরে কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর। তবে মৃত মুসলমানকে গোসল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ এই ফরয কিছু লোক আদায় করলেই সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলে ফরয তরক করার জন্য গোনাহগার হবেন।

৩. সুন্নাত গোসল: যথা: ক. শুক্রবার দিন জুমু'আর নামাযের পূর্বে। খ. দুই ঈদের দিন- ঈদের নামাযের পূর্বে। গ. হজ্জ বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে। ঘ. হজ্জব্রত পালনকারীর জন্য আরাফাতের দিন দ্বিপ্রহরের পর গোসল করা ইত্যাদি।

৪. মুস্তাহাব গোসল: যেমন: ক. ইসলাম গ্রহণ করার জন্য গোসল করা। খ. মৃতকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা। গ. শবে বারআত তথা শা'বানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে গোসল করা। ঘ. মদীনা শরীফে প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। ঙ. মুজদালিফায় থাকার [উকুফে মুজদালিফার] জন্য জিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা ইত্যাদি।

গোসল ফরয হওয়া বা না হওয়ার আরো অনেক কারণ আছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকলে স্বীয় মাজহাবের ইমামকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন। মনে রাখবেন, আজকাল সকলে মাজহাবপন্থী নন। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

হায়েজ-নিফাস অবস্থায় ও সহবাস করলে শরীর নাপাক হয়ে যায়। অপরদিকে অযু অবস্থায় থাকলে কয়েকটি বিশেষ কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে পড়ে। পুনরায় অযু ছাড়া নামায, কুরআন ছোঁয়া ও তিলাওয়াত ইত্যাদি আমল জায়িয নয়।

মহিলাদের হায়িজ-নিফাস বন্ধ হলে ও সহবাস শেষে গোসল ফরয হয়। শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে গোসল করে পাক-পবিত্র হওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে গোসলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করছি। অযু সম্পর্কে বর্ণনা পরে আসছে।

১. গোসল: গোসল ফরয হলে বিলম্ব না করে গোসল করে নিবেন। গোসলের মধ্যে ফরয মোট ৩টি। যথা:

১. যথেষ্ট পানি মুখের ভেতর নিয়ে গড়গড়াসহ কুলি করা। রোজাদার হলে গড়গড়া করবেন না।

২. নাকের ভেতর পানি দেওয়া। রোজাদার হলে সতর্কতা অবলম্বন করবেন যাতে পানি ভেতরে না যায়।

৩. সমস্ত শরীর ভালো করে ধৌত করা। এমনভাবে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাতে হবে যেনো একটি লোমকূপও শুকনো না থাকে। মা-বোনরা নাক ও কানের গহনার ছিদ্র, চুলের বেণী ও আংটির নীচে খিয়াল করে পানি পৌঁছাবেন।

সুন্নাত মুতাবিক গোসল

১. নাপাকী দূর করার জন্য গোসলের নিয়ত করুন।

২. প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন।

৩. তিনবার (রোজাদার না হলে গড়গড়াসহ) কুলি করুন।

৪. তিনবার নাকের ভেতর পানি দিন।

৫. পা না ধুঁয়ে ওযু করুন।

৬. শরীরের কোথাও কোন অপবিত্র বস্তু লেগে থাকলে তা ধৌত করে নিন।

৭. এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করে সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করুন।

৮. মোট তিনবার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করুন।

৯. গোসল শেষে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে উভয় পা ধুঁয়ে নিন।

১০. গোসল শেষে শরীরের পানি হয় তোয়ালি দ্বারা মুছে নিন, কিংবা এমনিতেই ঝরতে দিন- উভয়টিই সুন্নাত।

দ্রষ্টব্য: আজকাল অনেক মা-বোন হাত ও পায়ের নখে **'নেইল পালিশ'** ব্যবহার করে থাকেন। জেনে রাখা দরকার, নেইল-পালিশের কারণে নখের ভেতর পানি ঢুকে না। সুতরাং নেইল-পালিশ রেখে গোসল করলে তা শুদ্ধ হবে না- শরীরও পাক হবে না। এছাড়া দাঁতের ভেতর সুপারীর টুকরো থাকলে গোসল হবে না। সতর্কতার সাথে খিলাল করে সুপারি বের করে ফেলবেন।

২. আরকান-আহ্কাম ১৩ ফরয

নামাযের সঙ্গে সম্পৃক্ত মোট ১৩টি ফরয আছে। এর একটিও সঠিকভাবে পালিত না হলে নামায হবে না। মা-বোনদের সুবিধার্থে এই ১৩টি ফরযের উপর একে একে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছি। এই ১৩টি ফরয যাতে সঠিকভাবে পালিত হয় এ ব্যাপারে খুব বেশী খিয়াল রাখবেন।

ক. নামাযের বাইরের ৭টি ফরয

মহিলাদের হায়েজ বা মাসিকের সময় নামায নিষিদ্ধ। হায়েজ শেষ হলে গোসল করে পাক-পবিত্র হবেন। প্রত্যেক নামাযীকে কয়েকটি জিনিষ খিয়াল রাখতে হবে। নামাযের প্রস্তুতি পর্বে তথা নামায শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মোট ৭টি ফরয আছে, যা সঠিকভাবে অনুসরণ ও পালন করতে হবে। যথা:

১. নামাযের ওয়াক্ত হওয়া।

২. অযু অবস্থায় থাকা (শরীর পাক)।

৩. পরনের কাপড় পাক থাকা।

৪. নামাযের স্থান পাক থাকা (যেমন মুসাল্লা)।

৫. যেটুকু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকা রাখা জরুরী তা ঢেকে রাখা (সতর)।

৬. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো।

৭. নামাযের জন্য নিয়ত করা।

উপরোক্ত ৭টি ফরযের ব্যাখ্যা

ক. (১) নামাযের ওয়াক্ত হওয়া: আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

"অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। এরপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" [আন-নিসা (৪) : ১০৩]

নামাযের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত নামায হবে না। অপরদিকে ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে নামায কাযা হয়ে যাবে। সুতরাং মহিলাদেরকে ওয়াক্ত-মতো নামায আদায়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মসজিদের আযান শ্রবণের পর বেশী দেরী না করে নামায আদায় করে নেবেন। যদি আযান শোনা যায় না তাহলে নামাযের টাইম-টেবিল দেখে বা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে ওয়াক্ত হলো কি না জেনে নেবেন।

ক (২) অযু অবস্থায় থাকা (শরীর পাক): অযু ছাড়া নামায হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং নিজ মাথা মাসাহ্ করো ও পদযুগল গিটসহ ধৌত করো।" [মায়িদাহ (৫) : ৬]

১. অযু: অযুর ফরয ৪টি। যথা:

১. একবার সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

৩. মাথার চারি ভাগের একভাগ মাসাহ্ করা।
৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

উপরোক্ত চারটি কাজের একটিও ছুটে গেলে কিংবা সঠিক মতো বিভিন্ন অঙ্গে পানি না পৌঁছলে অযু হবে না।

সুন্নাত মুতাবিক অযু: এখানে বর্ণিত উপায়ে অযু করলে তা হবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে অযু করতেন তার অনুসরণ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নামই সুন্নাতের পাবন্দী। সুতরাং মা-বোনদের উচিৎ পারতপক্ষে বর্ণিত পদ্ধতিতে অযু করা, এতে বিরাট ফায়দা ও নেকী হাসিল হবে।

১. প্রথমত কিছুটা উঁচু স্থানে (যেমন জলচৌকি) কিবলামুখী হয়ে বসুন। (মুস্তাহাব)
২. অযুর নিয়ত করুন। নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে- কিছু উচ্চারণ করার দরকার নেই।
২. উভয় হাত ধুঁয়ে মিসওয়াক করুন।
৩. এবার 'বিসমিল্লাহ' বলে অযু শুরু করুন।
৪. প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত তিনবার কব্জি পর্যন্ত ধুঁয়ে নিন।
৫. এখন তিনবার কুলি করুন। রোজাদার না হলে গড়গড়া করুন।
৬. নাকের ভেতর তিনবার পানি দিন।
৭. সমস্ত মাথা ও কান একবার মাসাহ করুন (সুন্নাত), ঘাড় মাসাহ করে নিন (মুস্তাহাব)।
৮. সবশেষে উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ভালো করে তিনবার ধুঁয়ে নিন।
৯. অযু সেরে বাথরুম থেকে বের হয়ে কিংবা অযুর জায়গা থেকে সরে যেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে **কালিমা শাহাদাত** পাঠ করুন (মুস্তাহাব)।
১০. অযু শেষে এই দু'আটি পাঠ করাও উত্তম:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্আল্নী মিনাত্ তাওয়্যাবীনা, ওয়াজ্ 'আল্নী মিনাল্ মুতাতাহ্হিরীন।

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাকে তাওবাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং পবিত্রাচারী বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন।

হাদীস শরীফে এসেছে, অযুর পর কালিমা শাহাদাত ও উক্ত দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের ৮টি দরোজা খুলে দেন। আমলকারী যে কোন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ!

মিসওয়াকের ফজিলত: হাদীস শরীফে মিসওয়াক ব্যবহারের ফজিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করলাম।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী মিসওয়াক ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি"। [সহীহ বুখারী]

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

অনুবাদ: "মিসওয়াক দ্বারা মুখের পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।" [সহীহ বুখারী]

تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي

অনুবাদ: "তোমরা মিসওয়াক করো, এতে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে। জিব্রাঈল [আ:] যখনই আমার কাছে এসেছেন, মিসওয়াকের জন্য আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। আমার ভয় হলো, নিজের উপর কিংবা উম্মতের উপর তা ফরয হয়ে যায় কি না। উম্মতের উপর কাঠিন্যতার ভয় না থাকলে আমি এটা ফরয করে দিতাম। আমি অবশ্যই মিসওয়াক করি, আমার আশঙ্কা হয়, এর ফলে আমার দাঁতের মাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।" [সুনানে ইবনে মাজাহ]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا

অনুবাদঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম মিসওয়াক ব্যবহার করছি। তখন আমার নিকট দুই ব্যক্তি আসলেন, এদের এজন বড়ো। আমি ছোট্ট লোকটিকে মিসওয়াক দিলাম। এসময় আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো, বড় জনকে প্রদান করো। সুতরাং আমি মিসওয়াকটি বড় লোকটিকে দিলাম।” [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

إِنَّ مِنْ نِّعَمِ اللهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَة رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ

অনুবাদঃ “[হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন] আমার উপর অশেষ করুণা যে, আমার ঘরে, আমার নির্দিষ্ট দিবসে এবং আমার কোলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর থুথুর সাথে আমার থুথুর মিশ্রণ ঘটালেন। ইন্তিকালের সময় [আমার ভাই] আব্দুর রাহমান আমার নিকট আসলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি মিসওয়াক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার কোলে হেলান দিয়ে আছেন। লক্ষ্য করলাম, তিনি মিসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন। উপলব্ধি হলো, তিনি এটি খুব পছন্দ করছেন। বললাম, এটা আপনাকে দেবো? তিনি মাথা মুবারক দ্বারা ইশারা করে

বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁকে তা প্রদান করলাম। এটা বেশ শক্ত ছিলো তাই আমি বললাম, নরম করে দেবো? এবারও মাথা মুবারক দ্বারা হ্যাঁসূচক ইশারা দিলেন। সুতরাং আমি তা [দাঁত দ্বারা চিবিয়ে] নরম করে দিলাম।" [সহীহ বুখারী]

فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

অনুবাদঃ "মিসওয়াক করে নামায পড়লে সত্তুর গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।" [মুসনাদে আহমদ]

অযুর মাকরুহ কাজ

অযুর সময় যেসব কাজ মাকরুহ (অপছন্দনীয়, বর্জনীয়):

১. ডান হাতে নাক সাফ করা।

২. অযুর সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা।

৩. সুন্নাতের খিলাফ অযু করা।

৪. নাপাক জায়গায় অযু করা।

অযু ভঙ্গের কারণ

অযু ভঙ্গের বেশ ক'টি কারণ আছে যেমনঃ

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২. শরীরের যে কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। ৩. মুখ ভরে বমি হওয়া। ৪. পাগল হওয়া। ৫. মাতাল হওয়া। ৬. অজ্ঞান হওয়া। ৭. থুথুর সাথে রক্তের অংশ সমান বা বেশী হওয়া। ৮. নামাযের ভেতরে উচ্চস্বরে হু-হু করে হাসা। **উল্লেখ্য হাসি তিন প্রকারঃ ক. ক্বাহক্বাহ [উচ্চস্বরে]**- এমন হাসি যার আওয়াজ নিজে শোনা যায় এবং অপরেও শোনে। এই হাসি দ্বারা নামায ও অযু উভয়টি নষ্ট হয়ে যাবে। **খ. দ্বেহেক [মৃদু হাসি]**- এমন হাসি যার আওয়াজ নিজে শোনা যায় কিন্তু অন্যরা শোনে না। এই হাসি দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অযু নষ্ট হয় না। **গ. মছ্‌ক [মুচকি হাসি]**- এই হাসির আওয়াজ নিজেই শোনা যায় না। এ হাসি দ্বারা নামায কিংবা অযু নষ্ট হয় না। ৯. চিত, কাত বা হেলান দিয়ে নিদ্রা যাওয়া। অর্থাৎ এই পরিমাণ নিদ্রিত হওয়া যে, হেলানের বস্তু সরালে পড়ে যাবেন।

তাইয়াম্মুম

অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য দরকার পানির। কিন্তু পানি পাওয়া না গেলে বা তা ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে কি করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি সহজ উপায় রেখেছেন যাতে মু'মিন / মু'মিনারা পবিত্রতা অর্জন করে তাঁর উপাসনা করতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতির নামই হলো '**তাইয়াম্মুম**'। তাইয়াম্মুম সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা নিম্নোক্ত আয়াতে করীমে বর্ণিত হয়েছে:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

"যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব- পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক- পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে মুছে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল।" [আন-নিসা (৪) : ৪৩]

যেসব কারণে তাইয়াম্মুম করা বৈধ

১. এক মাইলের ভেতর পানি না পেলে।

২. পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা বা যন্ত্রণার সম্ভাবনা থাকলে।

৩. সঞ্চিত পানি অযু-গোসলে ব্যয় করার পর [আরো পানি পাওয়া না গেলে] নিজ কিংবা পালিত পশুর পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

৪. কূপ থেকে পানি উঠাতে সক্ষ না হলে।

৫. পানি অনায়াসে [আর্থিক অভাব, কিংবা অন্য কোন কারণে] ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে।

৬. বেগানা পুরুষের সম্মুখে বেপর্দা হওয়া ছাড়া ফরয গোসল যদি সম্ভব না হয়।

তাইয়াম্মুমের ফরয মোট ৩টি। যথাঃ

১. নিয়ত করা। মনে মনে বলবেন, **নাপাকী দূর করার উদ্দেশ্যে আমি তাইয়াম্মুম করার নিয়ত করলাম।**

২. মুখমণ্ডল মাসাহ্ করা। প্রথমে মাটির উপর হাত মেরে অতিরিক্ত ধূলা ঝেড়ে ফেলুন। এরপর একবার উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল মুছে নিন।

৩. দুনু হাত মাসাহ্ করা। দ্বিতীয়বার উভয় হাত মাটির উপর বুলিয়ে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত ও পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুইসহ ভালো করে মাসাহ্ করুন।

ক (৩) ও (৪) পরনের কাপড় ও নামাযের স্থান পাক থাকা: খিয়াল রাখবেন, নামাযের জন্য যে কাপড় পারবেন তা পাক-পবিত্র আছে।
আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকে ইরশাদ করেন:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - "আপন পোশাক পবিত্র করুন।" [মুদ্দাস্‌সির (৭৪) : ৪]

হাদীস শরীফে আছে, হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রীর সাথে যে বস্ত্র পরিধান করে থেকেছি এই একই বস্ত্র পরে (ধৌত করা ছাড়াই) নামাজ আদায় করতে পারবো কি? তিনি জবাব দিলেন "হ্যাঁ পারবে, কিন্তু যদি এতে কোন নাজাসাত থেকে থাকে তাহলে তা ধৌত করে পবিত্র করতে হবে।" [মুসনাদে আহমদ]

সুতরাং পরনের কাপড় ও নামাযের স্থান (মুসাল্লা, জায়নামাজ ও নামাযের আধি [চাটাই] ইত্যাদি) পাক থাকতে হবে।

ক (৫) যেটুকু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকা রাখা জরুরী তা ঢেকে রাখা (সতর): নামায অবস্থায় মহিলাদের সতরের অর্থ হলো, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত, উভয় পায়ের পাতা এবং মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা। মাথার চুলের একটুও যাতে বাইরে না থাকে তা বিশেষভাবে খিয়াল রাখবেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اٰبَآئِهِنَّ أَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اٰبْنَاءِ هِنَّ أَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْٓ أَخَوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবাহ্ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" [নূর (২৪) : ৩১]

হাদীস শরীফে আছে, উম্মত জননী হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন বালিগা মহিলার নামায আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবুল হবে না যতক্ষণ না সে খিমার (মাথা আবৃত করার কাপড়) পরিধান করবে।" [আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে আছে, মা উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দীর্ঘ কাপড় ছাড়া মহিলারা কি বেঁটে জামা পরে ও মাথা আবৃত করে নামায আদায় করতে পারবেন?'

তিনি জবাব দিলেন, "[পারবেন] যদি জামাটি দীর্ঘ ও মোটাসোটা হয় এবং তা তার পায়ের পাতার উপর পর্যন্ত আবৃত করে রাখে।" [আবু দাউদ]

নামাযের সময় মা-বোনদের পায়ের পাতা সম্পূর্ণ আবৃত থাকা বা উন্মুক্ত থাকার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, উভয়টিই গ্রহণযোগ্য। এছাড়া কেউ যদি পা উন্মুক্ত রাখে আর অপর কেউ রাখে না- এ ব্যাপারে দোষারোপ করা উচিৎ হবে না।

ক (৬) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো: নামাযে কিবলামুখী হয়ে না দাঁড়ালে নামায হবে না। এছাড়া খিয়াল রাখবেন পুরো নামায যেনো এই অবস্থায়ই কাটে। অর্থাৎ আপনার সিনা যাতে কিবলামুখী [বা কাবা শরীফের দিকে] থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

"এখন আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।" [বাক্বারাহ (২) : ১৪৪]

ক (৭) নামাযের জন্য নিয়ত করা: এটা ফরয। তবে নিয়ত মনে মনে করলেই হবে। **যেমন: আমি কিবলামুখী দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে ও তাঁর জন্য দুই রাকআত ফযরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।** যদি জামাআতে নামায পড়ে থাকেন তাহলে 'ইমামের পেছনে' কথাটি বাড়াবেন। নিয়তের গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, এবং যে যেটা নিয়ত করবে তা-ই সে প্রাপ্ত হবে।" [বুখারী]

কোথায় নামায পড়বেন

আমরা ইতোমধ্যে নামায শুরুর পূর্বের ৭টি ফরয কাজের উপর আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কোথায় নামায পড়বেন? হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা-বোনদের নামাযের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, নিজ গৃহ-কোণকে।

হযরত উম্মে হুমাইদ আস-সাদিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহা একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে [মসজিদে জামাআতে] নামায পড়তে ভালোবাসি। কথাটি শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে নামায আদায় করতে ভালোবাস। তবে, নিজের বাড়িতে যে নামায তুমি আদায় করবে তা মহল্লার মসজিদে আদায় করা থেকে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামায আদায় করা জামে মসজিদ থেকে আরো উত্তম।" [আবু দাউদ; মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন মহিলার নামায আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হয়, যখন সে তা পালন করে সর্বাপেক্ষা অন্ধকার স্থানে বা তার গৃহে"। [ইবনে খুজাইমাহ, তাবারানী]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মহিলার নামায তার মাখদা' [নিজস্ব অন্দর মহলে] এর মধ্যে পালন করা তার হুজরায় পালন থেকে উত্তম। আর তার হুজরায় পালন করা তার গৃহের অন্যত্র পালন থেকে উত্তম।"

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মা-বোনদের জন্য নামায আদায়ের সর্বোত্তম স্থান হলো নিজের গৃহের নিভৃত কোন স্থানে। সুতরাং মসজিদে যেয়ে নামায আদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত কোন নেকী পাওয়া যাবে না। আমাদের পরামর্শ হলো, আজকের ফিতনার যুগে নিজের গৃহাভ্যন্তরেই নামায আদায় হবে সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ যা হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বযুগের আল্লাহওয়ালা মহিলাদের আমল থেকে প্রমাণিত।

মুসাল্লার সামনে উঁচু কিছু রাখা

একটু পরই আমরা নামাযের ভেতরের ৬ টি ফরয আমলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। নামাযের প্রস্তুতি পর্বের অংশ হিসাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। সহীহ হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে আবী হাছমা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন তোমরা কেউ নামায আদায়

করবে তখন 'সুতরা' সামনে অদূরে রাখবে, যাতে শয়তান নামাযে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।" [আবু দাউদ]

'সুতরাহ' অর্থ প্রতিবন্ধক বা বিভক্ত করে এমন কোন বস্তু। উক্ত হাদীস শরীফে যে সুতরার কথা বলা হয়েছে তাহলো নামাযের সামনে সঠিক উচ্চতাসম্পন্ন কোন দেওয়াল, বস্তু ইত্যাদি। মা-বোনরা সম্ভব হলে নামাযের জন্য এমন কোন স্থান নির্দিষ্ট করবেন যেখানে আপনার সামন দিয়ে কেউ চলাচল করতে পারে না। যেমন কক্ষের দেওয়াল বা অন্য কোন বস্তু। তবে প্রয়োজনে কোন বস্তু রেখেও দিতে পারেন। হাদীস শরীফে নামাযীদের সামন দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এর কারণ হলো, নামাযে একাগ্রতা অর্জন জরুরী। আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে সতর্কতার সঙ্গে নামাযের প্রতিটি কাজ আদায় করলে নামায হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং নিজের জন্য প্রশান্তিমূলক। কিন্তু মানুষ বা জীবজন্তু যদি সরাসরি নামাযীর সামন দিয়ে চলাফেরা করে, তাহলে ধ্যান-নিমগ্নতায় ব্যাঘাত ঘটবে। সুতরাং কোন বস্তু সামনে থাকলে নামাযে এই ব্যাঘাত ঘটবে না।

সুতরার উচ্চতা কতটুকু হবে

সুতরার উচ্চতা অন্তত ১ হাত হতে হবে। এর প্রস্থ হবে সর্বনিম্ন ১ আঙ্গুল পরিমাণ। হযরত সাবরাহ ইবনে মা'বাদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন কেউ নামায পড়ে তখন তার সামনে সুতরা থাকা দরকার, যদিও তা একটি তীর হয়ে থাকে।" [মুসনাদে আহমদ]

আরো একটি হাদীসে হযরত তালহা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নামায পড়তাম এবং আমাদের সামন দিয়ে জীব-জন্তু হাটাহাটি করতো। ব্যাপারটি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বললেন, "ঘোড়ার জিনের মতো আয়তনবিশিষ্ট কিছুও যদি সামনে থাকে তাহলে তোমাদের নামাযে কোন ক্ষতি হবে না।" [সহীহ মুসলিম]

ইমাম নাফি, ইবনে আতা, সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ ফকীহ 'জিনের আয়তন' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক হাত পরিমাণ। [মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক]

মা-বোনরা মনে রাখবেন, কারো সামনে সুতরা থাকলে নামাযী ও এই সুতরার মধ্যবর্তী [নামাযের] জায়গার উপর দিয়ে চলা জায়িয নয়। এতে কঠিন গুনাহ্ হবে। এমনকি সুতরা না থাকলেও মুসাল্লার সামন দিয়ে একান্ত অপারগ না হলে হেটে যাওয়া গুনাহের কাজ। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত বুশর বিন সাঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা জায়িদ বিন খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু আমাকে আবু জুহাইম রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো নামাযীর সামন দিয়ে হেটে যাওয়ার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া। আবু জুহাইম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [এ ব্যাপারে] বলেন, "নামাযীর সামন দিয়ে হাটাহাটি করলে কী পরিমাণ গুনাহ্ হয় তা যদি ঐ ব্যক্তি জানতো তাহলে ৪০ [দিন, মাস বা বৎসর] পর্যন্ত [এরূপ কাজ না করে] অপেক্ষা করতো।" বর্ণনাকারী আবু নাদির রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, তিনি ৪০ দিন, মাস না বৎসর বলেছিলেন তা আমার স্মরণে নেই। [বুখারী]

খ. নামাযের ভেতর ৬টি ফরয

উপরে বর্ণিত ৭টি ফরয ছিলো নামায শুরুর পূর্ব-পর্যন্ত পালনীয়। সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের পর এবার আপনি নামায শুরু করবেন। নামায শুরুর পর থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ৬টি ফরয অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ ও পালন করতে হবে। এগুলো হলো নামাযের ভেতরের ফরয। মা-বোনরা খুব খিয়াল করে এগুলো পাঠ করুন ও শিখে নিন। আরকান-আহকাম ১৩ ফরয যদি সঠিকভাবে পালন করেন ও সেসাথে ওয়াজিব, সুন্নাতেরও খিলাফ হয় না তাহলে আপনার নামায কামিল বা পরিপূর্ণ নামায হবে যা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

নামাযের অভ্যন্তরস্থ ৬ টি ফরয হলোঃ

১. দাঁড়িয়ে নামায পড়া (শরয়ী দৃষ্টিতে মা'জুর (অপারগ) হলে বসে কিংবা অন্য অবস্থায়ও নামায আদায় হয়ে যাবে, যেমন শুয়ে কিংবা কাঁত হয়ে)।

২. তাকবীরে তাহরিমা।

৩. কুরআন তিলাওয়াত।

৪. রুকু করা।

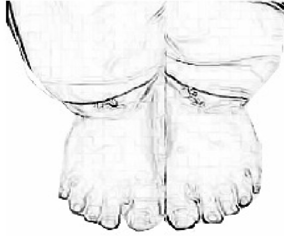
৫. সিজদা করা।

৬. শেষ বৈঠক।

উপরোক্ত ৬ টি ফরযের ব্যাখ্যা

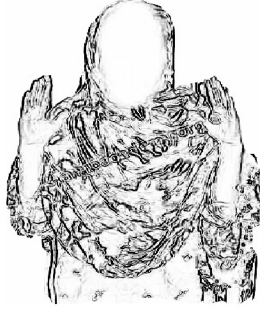
খ. (১) দাঁড়িয়ে নামায পড়াঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি **'মা'জুর'** বা অপারগ না হলে অবশ্যই আপনাকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। অর্থাৎ নামাযে যে সময় ক্বিয়াম বা দাঁড়ানোর নিয়ম তা যথাযথ পালন করতে হবে। শরীয়তসম্পন্ন বিনা ওজরে বসে বা শুয়ে আপনি ফরয-ওয়াজিব নামায আদায় করতে পারবেন না। নফল নামায বসে পড়া যাবে। তবে সওয়াব অর্ধেক হবে।

নামাযের জন্য মা-বোনরা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং উভয় পায়ের পাতা একত্র করে মিলিয়ে রাখবেন। মনে রাখবেন উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ঠিক কিবলামুখী রাখতে হবে। নীচের **'চিত্র-১ঃ ক্বিয়াম'** দেখুন। এভাবে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর পর পরবর্তী আমল শুরু করবেন যার বর্ণনা নীচে আসছে।



চিত্র-১ঃ ক্বিয়াম

খ. (২) তাকবীরে তাহরিমা (প্রথম তাকবীর)ঃ মা-বোনরা যখন উভয় পায়ের পাতা একত্র করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন তখন কোন্ ওয়াক্তের কোন্ নামায [যেমন ফযরের সুন্নাত নামায] তার নিয়ত করে নেবেন। এর বর্ণনা উপরে **ক (৭)** - এ এসেছে। এবার আপনি উভয় হাত আপনার স্তন বরাবর উঠিয়ে **'আল্লাহু আকবার'** [اَللّٰهُ اَكْبَرُ] বলবেন। আপনার হাতদ্বয় যাতে কাঁধের উপরে না ওঠে সেদিকে খিয়াল রাখবেন। নীচের **'চিত্র-২ঃ তাকবীরে তাহরিমা'** দেখুন।



চিত্র-২ : তাকবীরে তাহরিমা

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ওয়াইল বিন হুজর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে ইবনে হুজর! যখন তুমি [পুরুষ] নামায পড়বে তখন [তাকবীরে তাহরিমার সময়] তোমার হাতদ্বয় কান বরাবর ওঠাবে। আর মহিলারা তাদের স্তনের নিকট পর্যন্ত হাত ওঠাবে।" [তাবারানী]

বর্ণিত আছে, প্রখ্যাত তাবিয়্যাহ উম্মে দারদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহা তাকবীরে তাহরিমার সময় তাঁর হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন। [ইবনে আবি শাইবাহ]

আরো বর্ণিত আছে, হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলারা প্রথম তাকবীরের সময় কতটুকু পর্যন্ত হাত ওঠাবেন? তিনি জবাব দিলেন, "তার উভয় স্তনের বিপরীত স্থান পর্যন্ত [অর্থাৎ ডান হাত ডান স্তনের ডানদিকে ও বাম হাত বাম স্তনের বামদিকে]"। [ইবনে আবি শাইবাহ]

ইমাম জুহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মহিলারা তাদের কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠাবেন। [ইবনে আবি শাইবাহ]

দাঁড়ানো অবস্থায় চোখের দৃষ্টি

নামাযে ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় চোখের দৃষ্টি থাকবে সিজদার জায়গার দিকে। বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ রাখবেন না। চোখ খোলা রাখা সুন্নাত। হাদীসগ্রন্থ বাইহাকী ও মুস্তাদরাকে হাকীমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ানো থাকাবস্থায় মাথা মুবারক সামান্য নীচু রেখে সিজদার স্থানের দিকে চোখ মুবারকের দৃষ্টি স্থির রাখতেন। ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, নামাযে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় ঠিক এভাবে দৃষ্টিপাত করা সুন্নাত।

চোখ বন্ধ না রাখার ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করবে না।” [তাবারানী]

নামায অবস্থায় উপর বা পাশের দিকে তাকানো উচিৎ নয়। নামাযে ধ্যানমগ্ন হয়ে থেকে একাগ্রতা অর্জনে এরূপ করা বাধার কারণ। এ ব্যাপারে একটি হাদীস উম্মত জননী হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একখানা মুসাল্লার উপর নামায পড়লেন যাতে কিছু কারুকার্য [নকশা] ছিলো। [পরে] তিনি ইরশাদ করলেন, “এসব নকশা আমার নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এটা আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং সাদাসিধে একখানা এনে দাও”। [সহীহ মুসলিম]

অপর আরেক হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যারা নামাযের সময় উপর দিকে তাকায় তাদেরকে বিরত থাকা উচিৎ। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হতে পারে।” [বুখারী]

হযরত ইব্রাহীম ইবনে নাখাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন বিশিষ্ট তাবিঈ [তিনি সাহাবায়ে কিরামদেরকে দেখেছেন]। নামাযের অবস্থায় তিনি কখনো সিজদার স্থান থেকে দৃষ্টি সরে নিতে পছন্দ করতেন না। [ইবনে আবি শাইবাহ]

তাকবীরে তাহরিমা শেষে কোথায় হাত বাঁধবেন

মা-বোনদেরকে বলা হয়েছে, নামাযে সর্বাবস্থায় পর্দানশিন থাকা। এর অংশ হিসাবে সুন্নাত তরীকা হলো মহিলারা হাত বাঁধবেন বুকের উপর যাতে তাদের উভয় স্তন ঢেকে পড়ে। [আল-মাওয়াসিল] নীচের **‘চিত্র-৩: তাহরিমা’** দেখুন।

চিত্র-৩ : তাহরিমা (হাত ওড়না / কাপড়ের নীচে থাকবে)

খ. (৩) কিরআত তিলাওয়াত: প্রথমে নীরবে সানা পাঠ করুন:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়াতা'আলা- জাদ্দুকা ওয়ালা- ইলা-হা গাইরুক।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, আপনাকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করছি। আপনার নাম অত্যন্ত বরকতময়। আপনি অতীব গৌরবময়, আপনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নয়।"

খ (৩:১): এবার পাঠ করুন নীরবে:

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ্‌শাইতা-নির্‌ রাজীম।
অনুবাদ: অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

খ. (৩:২): এরপর পাঠ করুন নীরবে:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হির্‌ রাহমা-নির রাহীম।
অনুবাদ: শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

খ. (৩:৩): এখন নীরবে পাঠ করুন সূরা ফাতিহা:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ لا وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

উচ্চারণ: আল-হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। আর-রাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়াইয়্যাকানাস্‌তাঈন। ইহ্‌দিনাস্‌সিরা-ত্বাল

মুস্‌তাক্বীম। সিরা-ত্বাল্লাজীনা আন্'আমতা 'আলাইহিম। গ্বাইরিল মাগ্বদ্বুবি 'আলাইহিম, ওয়ালাদ্বোয়া--ল্লীন।

অনুবাদঃ প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাঁদের পথ, যাঁদেরকে আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

খ. (৩:৪): সূরা ফাতিহা পাঠের পর নামাযের নিম্নোক্ত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত রাকআতসমূহে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। নিয়ম হলোঃ কুরআনে পাকের একটি দীর্ঘ আয়াত বা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করা। তবে মা-বোনরা নিম্নে উল্লেখিত সূরা থেকে তারতীব (আগের সূরা আগে, পরের সূরা পরে) অনুযায়ী পাঠ করতে পারেন।

১. ফযরের ফরয দুই রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে সূরা মা'উন (আরাইতাল্লাজি ...) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাওসার (ইন্না আ'তাইনা ...)।

২. যুহরের ফরযের প্রথম দুই রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন (কুল-ইয়া আইয়্যুহাল ...) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস (কুলহুআল্লাহু আহাদ ...)।

৩. আসরের ফরযের প্রথম দুই রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে সূরা ফীল (আলামতারা কাইফা ...) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা নাসর (ইযা যা ...)।

৪. মাগরিবের ফরযের প্রথম দুই রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে সূরা লাহাব (তাব্বাত ইয়াদা ...) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস (কুলহুআল্লাহু আহাদ ...)।

৫. ইশার ফরযের প্রথম দুই রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে সূরা ফালাক্ব (কুল আ'উযুবিরাব্বিল ফালাক্ব ...) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা নাস (কুল আ'উযুবিরাব্বিন্নাস ...)।

৬. বিতর নামাযের তিন রাকআতে। যেমন: প্রথম রাকআতে নাসর (ইযা যা ...), দ্বিতীয় রাকআতে সূরা লাহাব (তাব্বাত ইয়াদা ...) ও তৃতীয় রাকআতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (কুলহুআল্লাহু আহাদ ...)।

৭. সকল সুন্নাত নামাযের সকল রাকআতে। প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর তারতীব অনুযায়ী কোন সূরা পাঠ করবেন।

৮. সকল নফল নামাযে। প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর তারতীব অনুযায়ী সূরা পাঠ করবেন।

খ. (৩-৫): কুরআন শরীফের শেষ ১০টি সূরা: মা-বোনদের সুবিধার্থে নিম্নে মূল আরবী, উচ্চারণ ও অনুবাদসহ কুরআন শরীফের শেষ ১০টি সূরা লিপিবদ্ধ করলাম। উচ্চারণ শুধুমাত্র সাহায্যের জন্য দেওয়া হয়েছে। সঠিকভাবে আরবী তিলাওয়াত উচ্চারণ পড়ে সম্ভব নয়। মা-বোনদের যারা শুদ্ধ করে আরবী পড়তে জানেন তাদের কোন সমস্যা নেই। আর যারা শুদ্ধভাবে পড়তে জানেন না, তারা অভিজ্ঞ তিলাওয়াতকারীর নিকট থেকে শিখে নেবেন।

১. সূরা ফীল - سورة الفيل

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۞

উচ্চারণ: আলামতারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফীল। আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী তাদ্বলীল। ওয়াআরসালা 'আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বীল। তারমীহিম বিহিযা-রাতিম্মিন সিজ্জীল। ফাযা'আলাহুম কা'আছফিম্মা'কূল।

অনুবাদ: আপনি কি দেখেন নি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণলতার মতো করে দেন।

২. সূরা কুরাইশ سورة قريش

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۞ إِيْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِىْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۞

উচ্চারণ: লিইলা-ফি কুরাইশ। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা-য়ি ওয়াছ্‌ছাইফ। ফালইয়া'বুদূ রাব্বা হা-জাল বাইত্। আল্লাজী আত্'আমাহুম-মিন জু'ইওঁ, ওয়াআ-মানাহুম-মিন খাওফ।

অনুবাদ: যেহেতু কুরাইশের আসক্তি রয়েছে, তাদের আসক্তি রয়েছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

৩. সূরা মা'উন- سورة الماعون

أَرَئَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

উচ্চারণ: আরাআইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দীন। ফাজা-লিকাল্লাজী ইয়াদু''উল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু 'আলা- তা'আমিল মিসকীন। ফাওয়াইলুল্লিল-মুছাল্লীন। আল্লাজীনা হুম 'আন ছালাতিহিম সা-হূন। আল্লাজীনা হুম ইউরা-ঊন। ওয়াইয়ামনা'ঊনাল মা-'ঊন।

অনুবাদ: আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে। এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

৪. সূরা কাওছার- سورة الكوثر

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞

উচ্চারণঃ ইন্না আ'তাইনা- কাল-কাওছার। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শা-নিআকা হুয়াল-আবতার।

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

৫. সূরা কাফিরুন - سورة الكافرون

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۞ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۞ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۞ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۞

উচ্চারণঃ কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন। লা- আ'বুদু মা- তা'বুদূন। ওলা- আনতুম 'আ-বিদূনা মা- আ'বুদ। ওয়ালা- আনা- 'আ-বিদুম্মা- 'আবাদ্‌তুম। ওয়ালা- আনতুম 'আ-বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অনুবাদঃ বলুন, হে কাফিরকুল! আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

৬. সূরা নাসর - سورة النصر

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণ: ইযা- জা-আনাছরুল্লা-হি ওয়ালফাত্হ। ওয়াআইতান্না-সা ইয়াদখলূনা ফী দীনিল্লা-হি আফওয়া-জা-। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু, ইন্নাহু কা-না তাউওয়া-বা-।

অনুবাদ: যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

৭. সূরা লাহাব / মাসাদ - سورة لهب / المسد

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

উচ্চারণ: তাব্বাত্ ইদা- আবী লাহাবিউওয়াতাব। মা- আগনা- 'আনহু মা-লুহু ওয়ামা- কাসাব। সায়াছলা- না-রান যা-তা লাহাব। ওয়ামরাআতুহু হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী জীদি হা-হাবলুম্মিম্মাসাদ।

অনুবাদ: ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয়। এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার মাল-দৌলত এবং সে যা উপার্জন করেছে তা তার কাজে আসে নি। শীঘ্রই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে, এবং তার স্ত্রীও, যে কঠোর বোঝা বহন করে। তার গলায় থাকবে উত্তমরূপে পাকানো একটি রশি।

৮. সূরা ইখলাস - سورة الإخلاص

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَد ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۞

উচ্চারণ: কুল হুয়াআল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুছ্ ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অনুবাদ: বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৯. সূরা ফালাক্ব - سورة الفلق

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

উচ্চারণ: কুল আ'উযুবিরাব্বিল-ফালাক্ব। মিন শার্রি মা- খালাক্ব। ওয়ামিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব। ওয়ামির শার্রি নাফ্ফা-ছা-তি ফীল 'উক্বাদ। ওয়ামিন শার্রি হা-সিদিন ইযা- হাসাদ।

অনুবাদ: বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

১০. সূরা নাস - سورة الناس

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلٰهِ النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ ۙ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

উচ্চারণঃ কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স। মালিকিন্না-স। ইলা-হিন্না-স। মিন শার্‌রিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স। আল্লাজী ইউওয়াসউইসু ফী ছুদূরিন্না-স। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।

অনুবাদঃ বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। মানুষের অধিপতির। মানুষের মা'বুদের। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

দ্রঃ মা-বোনদের কেউ জামাআতে নামায আদায় করে থাকলে তাকবীরে তাহরিমা শেষে শুধুমাত্র সানা পাঠ করবেন। 'আউযুবিল্লাহ ...', 'বিসমিল্লাহ ...' ও সূরা-কিরাআত পাঠ করবেন না। এ সবই ইমাম সাহেব পাঠ করবেন।

খ. (৪): রুকু করাঃ সূরা-কিরআত শেষে নীরবে আল্লাহু-আকবার বলেই রুকুতে চলে যাবেন। মনে রাখবেন রুকু অবস্থায় মা-বোনদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খিয়াল রাখতে হবে।

১. আপনি এটুকু বাঁকা হবেন যাতেকরে হাঁটু পর্যন্ত উভয় হাতের তালু পৌঁছে যায়।

২. উভয় হাতের অঙ্গুলি একত্রে রেখে হাঁটুর উপর হাতদ্বয় রাখবেন মাত্র-ধরবেন না।

৩. আপনার উভয় হাতের কনুই দেহের উভয় দিক ছুঁয়ে থাকবে।

৪. আপনার হাঁটু কিছুটা বক্র থাকবে।

কিভাবে রুকুতে থাকবেন তার চিত্র নিম্নের **'চিত্র-৪: রুকু'**-তে তুলে ধরা হয়েছে। মনে রাখবেন, রুকু অবস্থায় আপনার চোখের দৃষ্টি থাকবে পায়ের পাতার দিকে।



চিত্র-৪: রুকু

খ. (৪:১): রুকুর তাসবীহ: সঠিকভাবে রুকুর অবস্থায় থেকে এবার তিন, পাঁচ বা সাত [বে-জোড় সংখ্যক] বার নিম্নের তাসবীহ্ পাঠ করুন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আজীম।

অনুবাদ: পরাক্রমশালী প্রতিপালকের প্রশংসা করছি।

খ. (৪:২): রুকুর তাসবীহ্ শেষে এই বাক্যটি উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে যাবেন: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ **উচ্চারণ:** সামি'আল্লা-হুলিমান হামিদাহ। **অনুবাদ:** যে প্রশংসা করে, আল্লাহ্ তাকে শ্রবণ করেন।

খ. (৪:৩): রুকু থেকে সোজা দাঁড়াবেন। মনে রাখবেন, সোজা হয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন। এটা সুন্নাত। এরপর দাঁড়ানো থাকাবস্থায় এই বাক্যটি একবার পাঠ করুন: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ **উচ্চারণ:** রাব্বানা- লাকাল হাম্‌দ। **অনুবাদ:** আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার প্রতি।

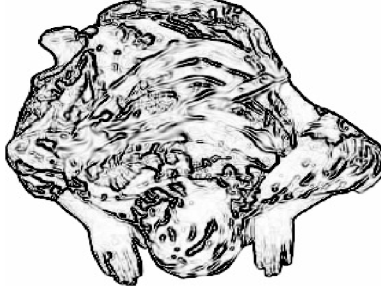
খ. (৫): সিজদা: এবার সিজদায় যাওয়ার জন্য **'আল্লাহু আকবার'** তাকবীর উচ্চারণ করুন ও ধীরে ধীরে সিজদার জন্য নিজেকে নীচের দিকে নামিয়ে নিন।

সিজদায় যাওয়ার সুন্নাত তরীকা

১. প্রথমে মুসাল্লায় লাগবে উভয় হাঁটু। মা-বোনরা উভয় হাঁটু একত্রে রাখবেন।

২. এরপর উভয় হাত। হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রে রাখবেন। প্রতিটি আঙ্গুলের মাথা কিবলামুখী থাকবে এবং উভয় হাতের দূরত্ব বেশী হবে না।

৩. সিজদা শুরুর পূর্বে মা-বোনরা নিজের দেহকে এঁটেসেঁটে উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে নিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে দেহের উভয় দিক মুসাল্লায় লাগিয়ে প্রথমে নাক ও পরে কপাল মুসাল্লায় লাগাবেন। সিজদা অবস্থায় আপনি কি রকম থাকবেন তার একটি চিত্র **'চিত্র-৫: সিজদা'**-তে নীচে দেওয়া হলো।



চিত্র-৫ঃ সিজদা

৪. সিজদা অবস্থায় চোখ খোলা রাখুন ও দৃষ্টি নাকের ডগার দিকে স্থির করুন। এরপর পাঠ করুন ৩, ৫, ৭ ... ইত্যাদি বে-জোড় সংখ্যায় এই তাসবীহঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى **উচ্চারণঃ** সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা-। **অনুবাদঃ** প্রশংসা সুউচ্চ মহিমান্বিত প্রতিপালকের।

৫. **'আল্লাহু আকবার'** [তাকবীর] একবার উচ্চারণ করে সিজদা থেকে উঠে যান। সম্পূর্ণ শান্তভাবে বসার পর পুনরায় **'আল্লাহু আকবার'** বলে দ্বিতীয় সিজদা করুন। এ সিজদাও ঠিক প্রথমটির মতো হবে। ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যায় একই তাসবীহ পড়ুন।

৬. দ্বিতীয় সিজদার তাসবীহ শেষে পরবর্তী রাকআত আদায়ের জন্য **'আল্লাহু আকবার'** তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। সিজদা থেকে সোজা দাঁড়াবেন।

সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সুন্নাত তরীকা

১. প্রথমে কপাল তুলবেন। ২. তারপর উঠাবেন নাক। ৪. এরপর উঠাবেন উভয় হাত। ৫. এরপর উভয় হাঁটু তুলবেন এবং সোজা দাঁড়াবেন। ৬. তাড়াহুড়া করবেন না। ধীর গতিতে শান্তশিষ্টভাবে দাঁড়াবেন।

দুই রাকআত নামাযের নিয়ম

ফযরের ফরয ও সুন্নাত দুই রাকআত করে পড়বেন। যুহরের সময় শেষের দুই রাকআত ও [ইচ্ছা হলে] নফল দুই রাকআত পড়তে হবে। মাগরিবের সময়ও শেষের দুই রাকআত সুন্নাত ও [ইচ্ছে হলে] দুই রাকআত নফল পড়বেন। আর ইশার সময়

শেষের দুই রাকআত সুন্নাত ও বিতর শেষে [ইচ্ছে হলে] আরো দুই রাকআত নফল পড়বেন। আমরা ইতোমধ্যে নামাযের প্রথম রাকআতের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-কানুন প্রয়োজনীয় চিত্রসহ বর্ণনা করেছি। এবার উপরোক্ত **'দুই রাকআত নামাযের'** নিয়ম বর্ণনা করার অংশ হিসাবে শেষের রাকআতের নিময়-কানুন তুলে ধরছি।

দ্বিতীয় রাকআত

প্রথম রাকআত শেষে দাঁড়ানোর পর যা কিছু করতে হবে তা নিম্নরূপ:

১. দাঁড়ানোর পর ঠিক পূর্বের রাকআতে দাঁড়ানো অবস্থায় যেরূপ আপনার হাতদ্বয় স্তনের উপর বেঁধেছিলেন ঠিক সেভাবে বাঁধবেন।

২. এবার বিসমিল্লাহ ... শরীফসহ প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

৩. তারতীবের দিকে লক্ষ্য রেখে আগের মতো একটি সূরা পড়বেন। যেমন আপনি প্রথম রাকআতে পাঠ করেছেন সূরা মা'উন [আরাইতাল্লাজি ..]। এখন পাঠ করুন সূরা কাওসার [ইন্না আ'তোয়াইনা ...]। যে কোন 'পূর্বের' সূরা যেমন, সূরা কুরাইশ বা ফীল পাঠ করবেন না- এতে তারতীব নষ্ট হবে। দীর্ঘ এক আয়াত কিংবা বেঁটে ৩ আয়াত বা বেশী পাঠ করলে কুরআনের অন্য পরবর্তী আয়াতমালা থেকে অনুরূপ সূরা-কিরআত পড়তে হবে। এভাবে পড়ার নামই হলো তারতীবমতো তিলাওয়াত করা।

৪. এবার ঠিক আগের রাকআতের মতো সকল তাসবিহাতসহ রুকু, সিজদা আদায় করে [দ্বিতীয় সিজদা শেষে] **'আল্লাহু আকবার'** তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে উঠে বসে যাবেন। শেষ এই বৈঠকের একটি চিত্র **'চিত্র-৬: শেষ বৈঠক'** নিম্নে দেওয়া হলো।



চিত্র-৬: শেষ বৈঠক

৫. এবার আপনি পাঠ করুন **'আত্তাহিয়্যাতু'**। নিম্নে উচ্চারণ ও অনুবাদসহ তা দেওয়া হলো।

তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ছালাওয়া-তু ওয়াত্তায়্যিবা-তু, আস্সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহ্মাতুল্লা-হি ওয়াবারাকা-তুহ, আস্সালা-মু 'আলাইনা-ওয়া'আলা- 'ইবাদিল্লা-হি ছ্ছা-লিহীন, আশহাদু আল্-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়ারাসূলুহ্।

অনুবাদঃ কায়মনোবাক্যের মাধ্যমে সম্পাদিত যাবতীয় স্তুতি, প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহরই তরে নিবেদিত। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রাহমাত ও বরকত বর্ষিত হোক। এরূপ শান্তি আমাদের উপর এবং আল্লাহর বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁরই বান্দা ও রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন আপনি বলবেন, **'আশহাদু আল্-লা-ইলা-হা'** তখন ডান হত মুষ্ঠিবদ্ধ করে শুধু শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করবেন এবং যখন পাঠ করবেন **'ইল্লাল্লা-হু'** তখন ঐ অঙ্গুলি নামাবেন। তবে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায়ই হাত রাখবেন এবং শাহাদত আঙ্গুল নামানো অবস্থায় খোলা থাকবে। এই আমলটি মুস্তাহাব।

৬. এবার পাঠ করুন দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- ছাল্লাইতা 'আলা- ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লা-হুমা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বারাকতা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর বংশধরদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন- যেভাবে শান্তি বর্ষণ করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম [আলাইহিস্সালাম] ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহীয়ান। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করুন- যেভাবে বরকত নাযিল করেছিলেন হযরত ইব্রাহীম [আলাইহিস্সালাম] ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহীয়ান।

৭. এবার পাঠ করুন দু'আয়ে মাসূরা (এটা পাঠ করা সুন্নাত):

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্তু নাফ্সী যুল্মান কাছীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগফির লী মাগফিরাতাম্মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর্ রাহীম।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অতিশয় জুলুম করেছি। আপনি ব্যতীত আর কেউ তা মাফ করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আপনি আপনার

অনন্ত ক্ষমাগুণে আমাকে মাফ করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সহীহ বুখারী, মুসলিম]

সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা

শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করার পর প্রথমে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে ও কাঁধের দিকে খিয়াল রেখে পাঠ করুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণ: আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লা-হ।

অনুবাদ: তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

এরপর বামদিকে মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের দিকে খিয়াল রেখে উক্ত সালাম আবার বলুন। আল-হামদুলিল্লাহ! আপনার নামায শেষ হয়ে গেল। নামায শেষে দু'আ করা সুন্নাত- তবে তা নামাযের অংশ নয়। আপনি যে কোন নামায শেষে দু'আ করতে পারেন। নামায শেষ করেই তিনবার **'আসতাগ্বফিরুল্লাহ'** বলা সুন্নাত। এরপর হাত তুলে দু'আ করতে পারেন। নিম্নে কয়েকটি দু'আ উচ্চারণ ও অনুবাদসহ উল্লেখ করা হলো।

দু'আ-১: اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা- যিকরিকা ওয়াশুকরিকা ওয়াহুসনি 'ইবা-দাতিক।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনার জিকির, শুকুর ও উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করুন। [আবু দাউদ]

দু'আ-২: اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতাস্সালা-মু ওয়ামিনকাস্সালা-ম, তাবা-রাক্বতা ইয়া-যালজালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, এবং আপনার থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনিই বরকতময়, হে মহামহিম সম্মানীত। [তিরমিযী]

দু'আ-৩: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব, ক্ষমতা ও যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। মৃত্যু ও জীবন তিনিই দান করেন। যাবতীয় বিষয়ে তিনিই সর্বময় শক্তির অধিকারী। [তিরমিযী]

চার রাকআত ফরয নামাযের নিয়ম-কানুন

আমরা ইতোমধ্যে দু'রাকআত ফরয নামাযের নিয়ম-কানুন মা-বোনদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় চিত্রসহ বর্ণনা করেছি। যুহর, আসর ও ইশার ফরয নামায চার রাকআতবিশিষ্ট। দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, ওঠা-বসা ইত্যাদি একই ধরনের হলেও চার রাকআত নামাযে অতিরিক্ত করণীয় কিছু বিষয় আছে। এবার ধারাবাহিকভাবে এসবের উপর বর্ণনা তুলে ধরছি।

১. নিয়ত: চার রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত করবেন। যেমন: 'আমি কিবলামুখী হয়ে যুহরের / আসরের / ইশার [যে ওয়াক্ত হবে তা বলবেন] চার রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত করলাম'।

২. দুই রাকআত নামাযের নিয়ম মতো সব কাজ করবেন। তবে দ্বিতীয় রাকআতে অবশ্যই নামায শেষ করবেন না। দ্বিতীয় রাকআত শেষে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু [দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়বেন না] পাঠ করে **'আল্লা-হু আকবার'** তাকবীর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। হাত স্তনের উপর বেঁধে দেবেন।

৩. বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বেন। সূরা-কিরআত পড়বেন না।

৪. তারপর একই নিয়মে রুকু-সিজদা সেরে না বসে আবার দাঁড়াবেন। মনে রাখবেন, আগের মতোই রুকুতে যাওয়ার তাকবীর, রুকু থেকে ওঠার সময় **'সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ'**, এরপর সিজদায় যাওয়ার সময়কার তাকবীর, প্রথম সিজদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর, দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর এবং চতুর্থ রাকআতের জন্য সিজদা থেকে সোজা দাঁড়ানোর সময় তাকবীর দিতে হবে।

৫. ঠিক তৃতীয় রাকআতের মতো বিসমিল্লাহসহ ফাতিহা পাঠ করে তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবেন ও বাকী কাজ একইভাবে আদায় করে শেষ বৈঠকসহ নামায সমাপ্ত করবেন। অর্থাৎ উভয় সিজদা শেষে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করে নামায শেষ করবেন।

তিন রাকআত ফরয নামাযের নিয়ম

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে একমাত্র মাগরিবের ফরয নামায তিন রাকআত পড়তে হয়। এর নিয়ম হলো:

১. প্রথম দুই রাকআত ফরয দুই রাকাআত নামাযের মতো পড়বেন। অর্থাৎ, নিয়ত, তাকবীর, দাঁড়ানো, তাহরিমা বাঁধা, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে তাকবীর, তাসবীহ ইত্যাদিসহ রুকু-সিজদা যথা-নিয়মে আদায় করবেন।

২. ঠিক চার রাকআত নামাযের মতো দুই রাকআত শেষে বৈঠকের সময় শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তাকবীর বলে দাঁড়াবেন।

৩. এবার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে যথা নিয়মে তাকবীর, তাসবীহ ইত্যাদিসহ রুকু-সিজদা ও শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করুন।

তিন রাকআত বিতর নামাযের নিয়ম

বিতর তিন রাকআত নামায ইশার নামায বাদে পড়তে হয়। এর ওয়াক্ত সুবহে সাদিক [অর্থাৎ ফযরের ওয়াক্ত শুরুর] এর পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইশার ফরয পড়ে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করেই বিতর পড়ে থাকেন অনেকেই। বিতর নামাযের বিশেষ নিয়ম-নীতি আছে। এর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা মা-বোনদের সুবিধার্থে নিম্নে তুলে ধরছি।

১. **নিয়ত:** 'আমি কিবলামুখী হয়ে তিন রাকআত বিতর ওয়াজিব নামাযের নিয়ত করলাম'।

২. যথা নিয়মে প্রথম দুই রাকআত ঠিক যেভাবে ফরয দুই রাকআত পড়া হয়, সেভাবে আদায় করে দ্বিতীয় রাকআতের উভয় সিজদা শেষে বৈঠক করবেন।

৩. আত্তাহিয়্যাতু (আধা-আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করে **আল্লাহু আকবার** তাকবীর দিয়ে ওঠে দাঁড়াবেন।

৪. হাত পূর্বের মতো স্তনের উপর বেঁধে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও যে কোন একটি সূরা তারতীব বজায় রেখে পাঠ করুন।

৫. এবার উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে [অতিরিক্ত] একটি তাকবীর দিন। মা-বোনরা এই তাকবীরের সময় হাত ওঠাবেন ঠিক যেভাবে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠিয়েছিলেন। তাকবীর শেষে হাত পুনরায় স্তনের উপর যথা-নিয়মে বাঁধবেন।

৬. এবার পাঠ করুন **দু'আয়ে কুনুত**। নিম্নে দু'আয়ে কুনুত উচ্চারণ ও অনুবাদসহ তুলে ধরেছি।

দু'আয়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়ানাসতাগফিরুকা ওয়ানু'মিনু বিকা ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়ানুছনী 'আলাইকাল খাইর। ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা-নাকফুরুকা ওয়ানাখলা'উ ওয়ানাতরুকু মাইয়্যাফজুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়ানাসজুদু ওয়াইলাইকা নাস'আ- ওয়ানাহফিদু ওয়ানারজূ রাহমাতাকা ওয়ানাখশা- 'আযা-বাকা ইন্না 'আযা-বাকা বিলকুফ্‌ফা-রি মুলহিক্ব।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনারই নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আপনারই উপর ঈমান রাখি এবং আপনারই উপর ভরসা করি এবং আপনারই গুণগান গাই। সবকিছু আপনারই দান বলে স্বীকার করি এবং আপনারই প্রতি শুকরিয়া জানাই। আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না বরং যারা আপনার অবাধ্য তাদের নিকট থেকে দূরে থাকি এবং তাদেরকে বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি। আপনার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করি এবং সিজদাবনত হই। আমরা আপনারই দিকে দ্রুত ধাবিত হই, আপনারই রহমতের আশা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয়

করি। নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি কাফিরদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। [বাহরুর রায়েক্ব এর শরাহ কানযুল দাক্বাইক্ব]

৫. এরপর যথারীতি রুকু, সিজদা শেষে বসে **আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ** ও **দু'আয়ে মাসূরা** পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করুন।

দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ম

ঠিক যেভাবে আপনি দুই রাকআত ফরয নামায পড়েন, দুই রাকআত নফল নামাযও সেভাবে পড়বেন। শুধু নিয়তের বেলা '**নফল**' পড়ছেন বলে নিয়ত করবেন: যেমন, '**আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ত করলাম**'।

অন্যান্য সুন্নাত / মুস্তাহাব নামায

বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায ছাড়া আরো কিছু নামায আছে যা নিয়মিত আদায় করলে খুব বেশী সওয়াব ও আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল হয়। আমার মুর্শিদ কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজে এসব নামাযের আমল করতেন এবং ভক্ত-মুরীদদের আমল করতে উপদেশ দিতেন। খাস করে তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করার প্রতি তিনি সকলকেই পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন, **'যে পড়ে তাহাজ্জুদ, তার ঈমান হয় মজবূত। তাকে ওলি না বানিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু দিবেন না।'** সুতরাং মা-বোনদের প্রতি অনুরোধ নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন সুন্নাত / মুস্তাহাব নামাযগুলো ওয়াক্তমতো নিয়মিত আদায় করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বেশী বেশী করে ইবাদতের তাওফিক দিন। আমীন।

ক. তাহিয়্যাতুল অযু নামায

অযু সেরে [মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে] দুই রাকআত '**তাহিয়্যাতুল অযু**' নফল নামায আদায় করা উত্তম। এ নামাযের ফজিলত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে। যেমন: "এমন কোনো মুসলমান নেই যে ভালোভাবে অযু সেরে হৃদয়-মনোযোগসহ দুই রাকআত [সালাতুল অযু] নামায আদায় করলো এবং তাকে [এর বদলে] জান্নাত দান করা হবে না [অবশ্যই হবে]।" [সহীহ মুসলিম]

এই নামায আদায়ের সময় দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ত করে যথারীতি রুকু-সিজদা ইত্যাদি সেরে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

খ. তাহাজ্জুদের নামায

আমাদের পিয়ারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই নামায বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু আমাদের জন্য তা সুন্নাত। গভীর রাতে জেগে ওঠে একান্ত মনোযোগসহ শান্তশিষ্টভাবে এই নামায পড়া হয়। ওলি-ওলিয়া, আ'রিফ-আ'রিফা, তাপস-তাপসীরা একাগ্রচিত্তে নিজের কক্ষের কোন নিভৃত স্থানে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। আমরা প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত ও দু'টি হাদীস শরীফ অনুবাদসহ তুলে ধরছি। তারপর তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম বর্ণনা করবো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسىٰ أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

অনুবাদ: "রাত্রির কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত, হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাক্বামে মাহমূদে পৌঁছাবেন।" [সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৯]

তাহাজ্জুদের ফজিলত সম্পর্কে দু'টি হাদীস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهُ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

অনুবাদ: হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "রমজান শরীফ পরে সর্বোত্তম রোযা হলো আশুরার রোযা এবং ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হলো রাতের [তাহাজ্জুদের] নামায।" [সহীহ মুসলিম]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে লোকসকল! সালামের প্রচার করো, [মানুষকে] আহার দাও, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখো এবং রাতের বেলা যখন লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামায পড়ো। এসব আমল দ্বারা তোমরা শান্তির সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" [আল-হাকিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী]

ক. ১: তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত: তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত মূলত ইশার পর থেকে সুবহে সাদিক তথা ফযরের নামায শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে মাসনূন ওয়াক্ত হলো সুবহে সাদিকের ১ ঘণ্টা পূর্বে। আর অধিকাংশের মতে ঘুম থেকে এ সময় জেগে ওঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। এ সময়টিকে বলে **'নুযুলে রাহমাত'**-এর সময়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সময় বিশেষ রাহমাত নাযিল হয়ে থাকে। অপারগ থাকলে ইশার পর দুই রাকআত নফল নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে আদায় করে নিতে পারেন। অবশ্য শেষ রাতে জেগে এই নামায আদায়ের মধ্যে যে বিশেষ সওয়াব ও ফায়দা হাসিল হয়ে থাকে, তা অর্জিত হবে না।

খ. তাহাজ্জুদের নামায দুই-দুই করে ৪ থেকে ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়তে পারবেন।

গ. নিয়তের সময় বলবেন, **'আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত তাহাজ্জুদের সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম'**।

ঘ. অন্যান্য নফল নামাযের মতোই তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবেন। তবে মুখস্ত থাকলে দীর্ঘ সূরা-কিরআত পাঠ করতে পারেন।

গ. ইশরাকের নামায

সকালে সূর্যোদয়ের ২০-২৫ মিনিট পরে এই নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, 'প্রত্যেক নামাযের নামকরণ ওয়াক্ত বা নির্দিষ্ট সময় মুতাবিক হয়েছে। যেমন ফযর, যুহর, আসর,

মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি। ঠিক এভাবে সূর্যোদয়ের ২০-২৫ মিনিট পরে একটি ওয়াক্ত আছে যার নাম ইশরাক। এর অর্থ 'পৃথিবী আলোকিত হওয়ার ওয়াক্ত'। সুতরাং যে এই ওয়াক্তে নামায পড়বে তার অন্তরাত্মা হাক্বিকাতের নূরে নূরান্বিত হবে।' এক হাদীস শরীফে আছে:

وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عن الله تبارك وتعالى أنه قال : يا ابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول النهار : أكفك آخره " . رواه الترمذى

অনুবাদঃ হযরত আবু দারদা এবং হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়ো দিনের প্রথমাংশে। আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হবো এর শেষাংশে।" [তিরমিযী শরীফ]

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحىٰ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ইশরাকের দুই রাকআত নামায যত্নসহ আদায় করবে, তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও না তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়"। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

আরেক হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, ফযরের নামায শেষে জায়নামাযে বসে জিকির-আজকার, দু'আ-দরূদ পাঠ করতে করতে ইশরাকের ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলে এবং দুই-দুই করে চার রাকআত নামায আদায় করলে এক হজ্জ ও এক উমরার সওয়াব পাওয়া যায়। [তিরমিযী] সুবহানাল্লাহ! এই নামাযের নিয়ম নিম্নরূপ।

ক. ইশরাকের নামায দুই-দুই করে ৪ রাকআত মাত্র।

খ. নিয়তের সময় বলবেন, **'আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত ইশরাকের সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম'**।

গ. অন্যান্য নফল নামাযের মতোই ইশরাকের নামায আদায় করবেন। তবে সূরা ফাতিহা শেষে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাওসার পাঠ করা উত্তম।

ঘ. চাশতের নামায

সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে ওঠে তখনই শুরু হয় চাশতের নামাযের ওয়াক্ত। এই নামায দুই-দুই করে ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। এই নামাযের বিরাট ফজিলত হাদীস শরীফ থেকে বর্ণিত আছে।

سُأِلَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَمْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاةَ الضُّحىٰ قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ

অনুবাদঃ হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহাকে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক'রাকআত দুহা [চাশ্‌ত] নামায পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, ৪ রাকআত, তবে ইচ্ছে হলে বেশীও পড়তেন। [মুসলিম]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحىٰ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ

অনুবাদঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে কেউ ১২ রাকআত চাশতের নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরী করবেন।" [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন, দু'টি জিনিস একত্রে সহাবস্থান করতে পারে নাঃ চাশতের নামায ও দরিদ্রতা। সুবহানাল্লাহ! এই নামাযের নিয়ম নিম্নরূপ।

ক. চাশতের নামায দুই-দুই করে ১২ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়।

খ. নিয়তের সময় বলবেন, **'আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত চাশতের সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম'**।

গ. অন্যান্য নফল নামাযের মতোই চাশতের নামায আদায় করবেন।

ঙ. আউয়াবিন নামায

মাগরিবের পরই এই নামাযের ওয়াক্ত হয়। আউয়াবিনের নামায দুই-দুই করে ৬ রাকআত পড়তে হয়। এই নামাযে অনেক সওয়াব হয় বলে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়। যেমন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায আদায় করে কোন বাজে কথা না বলে ৬ রাকআত নামায পড়বে, সেটা তার জন্য ১২ বৎসরের নফল ইবাদতের সমতুল্য হবে"। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

অপর এক বর্ণনায় ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'যদি কেউ ৬ রাকআত নামায মাগরিব শেষে পড়ে তাহলে সে আউয়াবিনদের [তাওবাকারীদের] অন্তর্ভুক্ত হবে।' এরপর তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন: فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا [বনী ইসরাঈল : ২৫]। [আল জামি'উস-সাগীর, হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. খ.২ পৃ. ১৫৯] এই নামাযের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হলো।

ক. আউয়াবিনের নামায নিম্নে ৬ ও ঊর্ধ্বে ২০ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়।

খ. নিয়তের সময় বলবেন, **'আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত আউয়াবিনের সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম'**।

গ. অন্যান্য নফল নামাযের মতোই আউয়াবিনের নামায আদায় করবেন।

চ. সালাতুত-তাসবীহ নামায

এই নামাযের সওয়াব বিরাট। হাদীসে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ডেকে

প্রথমে এই নামাযের নিময় বুঝিয়ে দিলেন। এরপর এর ফজিলত বর্ণনা করতে যেয়ে ইরশাদ করলেন, "এই নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আগের, পরের, নতুন, পুরাতন, ছোট, বড়, জানা, অজানা সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। হে চাচাজান! আপনি যদি পারেন তবে দৈনিক একবার এই নামায আদায় করবেন। যদি তা না পারেন তাহলে সপ্তাহে অন্তত একবার পড়বেন। এ-ও যদি না পারেন তাহলে মাসে একবার আদায় করবেন। যদি মাসেও পড়তে না পারেন তবে বৎসরে না হয় একবার পড়বেন। আর এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে জীবনে অন্তত একবার পড়বেন- তবুও তা তরক করবেন না।" [তিরমিযী, আবু দাউদ] এই হাদীস থেকে সালাতুত-তাসবীহ নামাযের উপকার যে কতো বিরাট তা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। এই নামায আদায় করতে বড়জোর ২০ মিনিট মাত্র সময় লাগে। মা-বোনরা সপ্তাহে অন্‌তত একদিন এই নামায আদায়ের চেষ্টা করবেন। সালাতুত-তাসবীহ নামাযের নিয়ম নিম্নরূপ।

ক. সালাতুত-তাসবীহ নামাযের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নাই। মাকরুহ ওয়াক্ত[১] **[দেখুন [১]দ্র]** ছাড়া যে কোন সময় আদায় করতে পারবেন।

খ. সালাতুত-তাসবীহ নামায এক নিয়তে মোট চার ওয়াক্ত আদায় করতে হবে।

গ. সুন্নাত চার রাকআত নামায আদায়ের মতোই এই নামায পড়তে হয়। তবে অতিরিক্ত একটি তাসবীহ মোট ৩০০ শতবার বিশেষ নিয়মমতো পাঠ করা জরুরী। এই নামাযের নিয়ম হলো নিম্নরূপ।

১. নিয়ত: '**আমি কিবলামুখী হয়ে চার রাকআত সালাতুত-তাসবীহ সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম**'।

২. সূরা-কিরাআত ইত্যাদি নিয়মমতো পাঠ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ১৫ বার পাঠ করবেন নিম্নের তাসবীহটি।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াআল্লা-হু আকবার।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা মহান।

৩. এবার রুকুতে যান। রুকুর তাসবীহ্ অন্তত ৩ বার পাঠ করুন। এরপর উক্ত তাসবীহ্টি ১০ বার পড়ুন।

৪. **'সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ'** বলে রুকু থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে **'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ'** পাঠ করুন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই আবার ঐ তাসবীহ্টি ১০ বার পড়ে নিন।

৫. সিজদায় যেয়েও সিজদার তাসবীহ্ অন্তত তিনবার পড়ার পর ১০ বার উক্ত তাসবীহ্ পাঠ করুন।

৬. দুই সিজদার মাঝে বসেও এই তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন।

৭. দ্বিতীয় সিজদায় যেয়েও একইভাবে সিজদার তাসবীহ্ শেষ করে এই তাসবীহ্ ১০ বার পাঠ করুন।

৮. সিজদা থেকে উঠে সোজা না দাঁড়িয়ে বসে উক্ত তাসবীহ্ ১০ বার পড়ে নিন। প্রথম রাকআত শেষ হলো। উক্ত তাসবীহ্ পড়ার মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৭৫।

৯. এরপর ঠিক এই নিয়মে দ্বিতীয় রাকআতও পূর্ণ করবেন। আপনি এখন আরো ৭৫ বার পড়ে নিলেন উক্ত তাসবীহ্। দ্বিতীয় রাকআতের সময় উভয় সিজদা শেষে অবশ্য প্রথমে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবেন। এরপর উক্ত তাসবীহ্ ১০ বার পড়ে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে তৃতীয় ওয়াক্ত শুরু করবেন।

১০. তৃতীয় রাকআত ঠিক প্রথম রাকআতের মতো উক্ত তাসবীহ্সহ পড়বেন।

১১. চতুর্থ রাকআতের সময় সালাম ফিরানোর পূর্বে ১০ বার তাসবীহ্ পড়তে ভুলবেন না। এ নিয়ে মোট ৩০০ বার উক্ত তাসবীহ্খানা পঠিত হবে।

[১]**দ্রঃ 'মাকরুহ ওয়াক্ত'** মূলত তিনটিঃ ১. ফযরের নামাযের পর থেকে ইশরাকের শুরু পর্যন্ত (প্রায় ২৩ মিনিট)। ২. যুহরের ওয়াক্ত শুরুর ২৫ মিনিট পূর্ব থেকে যুহরের ওয়াক্ত শুরু পর্যন্ত। ৩. আসরের ফরয নামায শেষে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত। তবে আসরের নামায আদায় না করে থাকলে, মাগরিবের ২৩ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আদায় করে নিতে পারবেন।

ছ. ইস্তিখারার নামায

যে কোন কাজের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার দরবারে খায়ের-বরকতের জন্য দু'আ করাকে বলে **ইস্তিখারা**। পবিত্র হাদীসে সকল কাজের আগে ইস্তিখারা করার উপর বিশেষভাবে উৎসাহ করা হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ ...

অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতিটি কাজে এমনভাবে ইস্তিখারার শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআন শরীফের সূরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের প্রতিজ্ঞা করে সে যেনো ফরয ছাড়া [নফল] দুই রাকআত নামায আদায় করে। এরপর সে যেনো [নিম্নে উদ্ধৃত] এই দু'আটি পাঠ করে।" [সহীহ বুখারী]

তবে মনে রাখতে হবে, ফরয, ওয়াজিব এবং না-জায়িয কোন কাজের ইস্‌তিখারা নেই। এর কারণ হলো, প্রথমোক্ত দু'টি আমল তো আল্লাহর নির্দেশ আর শেষোক্তটি তাঁর নিষেধ ও গুনাহের কাজ। বিবাহ-শাদি, বিদেশ যাত্রা, বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য ইস্তিখারা করা উত্তম।

ইস্তিখারার অর্থ খায়র-বরকতের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ চাওয়া। এই দু'আ চাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো বিশেষ পদ্ধতিতে নামায আদায় করে প্রভুর দরবারে আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবদার করা। মা-বোনদের সুবিধার্থে নিম্নে ইস্‌তিখারার সুন্নাত তরীকা তুলে ধরছি।

১. ইশার পর নতুনভাবে অযু করে নিন।

২. এবার খুব ধীরস্থির ও শান্তভাবে ইস্তিখারার নামাযের নিয়তে দুই রাকআত নামায আদায় করুন। নিয়ত: হে আল্লাহ! আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত ইস্তিখারার সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম।

৩. এবার নিম্নের দু'আটি খুব মনোযোগসহ ৩, ৫ বা ৭ বার পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ● وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ● وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ● فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ● وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ ● فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ● وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ● وَاقْدِرْ لِيْ اَلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهٖ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা। ওয়াআস্তাক্বদীরুকা বিক্বুদরাতিকা। ওয়াআসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আজীম। ফাইন্নাকা তাক্বদীরু ওয়ালা- আক্বদিরু। ওয়াতা'লামু ওয়ালা- আ'লামু ওয়া আনতা 'অল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল্লী ফী দীনী ওয়ামা'আশী ওয়া'আ-ক্বিবাতী আমরী। ফাক্বদিরহুলী ওয়াইস্সিরহু লী ছুম্মা বা-রিক লী ফীহ্। ওয়াইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল্লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বীবাতি আমরী ফাসরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী 'আনহু। ওয়াক্বদির লী আলখাইরা হাইছু কা-না ছুম্মা রাদ্দিনী বিহি। [বুখারী]

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি ক্ষমতাবান আমি অক্ষম। ভবিষ্যতের এবং পরিণামের খবর অন্য কেউ জানে না, একমাত্র আপনিই জানেন। আপনি সর্বশক্তিমান। মন্দকে ভালো করে দিতে পারেন। কাজের শক্তিদাতাও আপনি। চেষ্টাকে সফল আপনিই করে দেন। কাজেই আমি আপনার নিকট মঙ্গল কামনা করছি। হে আল্লাহ! যদি এই কাজটি আমার দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণামের জন্য আপনি ভালো বলে জনেন তবে এ কাজটি আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। এটা সহজ করুন ও তাতে খায়ের বরকত দান করুন। আর যদি তা

আমার দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণামের ক্ষেত্রে মন্দ বলে আপনি জানেন তাহলে আমাকে এ কাজটি থেকে বিরত রাখুন। আর যেখানে মঙ্গল বিদ্যমান তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন ও এতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দিন।

৪. উপরোক্ত দু'আ পাঠের সময় যখন আরবী **'হা-যাল আমরা'** উচ্চারণ করবেন তখন মনে মনে যে কাজটি করার ইচ্ছা করেছেন সেটির প্রতি খিয়াল রাখবেন।

৫. ইনশাআল্লাহ! স্বপ্নযোগে বা অন্য কোন উপায়ে জানতে পারবেন এ কাজটি আপনার জন্য মঙ্গলজনক কি না। সাধারণত সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনার মন সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকে পড়বে। যদি একদিনে কোন ইশারা না মিলে তবে পরের দিনও ইস্তিখারার নামায আদায় করবেন। এভাবে প্রয়োজনে ৭ দিন পর্যন্ত এই নামায আদায় করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ! ৭ দিবস পরও কোন দিকে মন না ঝুঁকলে আল্লাহর নাম নিয়ে উক্ত কাজটি করবেন। এতে অবশ্যই কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে- কারণ আপনি বার বার আল্লাহর দরবারে কাজটির উপর খায়ের-বরকতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় উত্তম আ'মলে বরকত দিন।

জ. তারাবীহ্ নামায

'তারাবীহ্' শব্দের অর্থ আরাম করা। তারাবীহ্ নামায মানে আরামের নামায। পবিত্র রমযান শরীফে ইশার নামায পরে এই এই নামায পড়তে হয়। তারাবীহর জামআত পুরুষদের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লার মসজিদে জামআতের সাথে একদল মানুষ এই নামায আদায় করে নিলে সকলেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাবেন। আর কেউ না পড়লে সকলেই গুনাহ্গার হবেন।

মা-বোনরা এই নামায নিজের ঘরে আদায় করবেন- এটাই উত্তম। অবশ্য সঠিক পর্দা-পুশিদা থাকলে নিজের ঘরে কিংবা মসজিদে জামআতের সাথেও আদায় করতে পারেন। তবে অধিকাংশ আলিম বলেছেন, মহিলাদের জন্য নিজের ঘরেই সকল নামায পড়া আফজল।

নিয়ম: তারাবীহ্ নামায মোট ২০ রাকআত। যে সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা যাবে সে রাত থেকেই তারাবীহ নামায শুরু হবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখা যাবে সে রাতেই বন্ধ হবে। তারাবীহ নামায ইশার নামাযের পর ও বিতরের পূর্বে আদায় করবেন। দুই দুই করে দশ নিয়তে মোট বিশ রাকআত নামায পড়বেন।

নিয়ত করবেন: 'আমি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সুন্নাত তারাবীহ নামাযের নিয়ত করলাম'। প্রত্যেক চার রাকআত শেষে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেওয়া মুস্তাহাব। এ সময় কোনো বিশেষ দু'আ পাঠের প্রয়োজন নেই তবে চাইলে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতে পারেন। এছাড়া যে কোন দরূদ, ইস্তিগফার অথবা দু'আ পাঠ করা যাবে।

سُبْحَانَ ذِیْ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ● سُبْحَانَ ذِیْ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ● سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِیْ لَايَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ● سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ: সুবহানাযিল মুলকি ওয়ালা মালাকুতি, সুবাহাযিল ইয্যাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল জাবারূত। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা-ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদান, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার-রূহ।

অনুবাদ: আমি সেই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সকল সাম্রাজ্য ও ফিরিশতা জগতের অধিপতি। আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি সকল মান-সম্ভ্রম, বিরাটত্ব, ভয়, শক্তি, গৌরব ও শক্তিমত্তার অধিকারী। আমি সেই চিরঞ্জীব বাদশাহ্‌র পবিত্রতা প্রচার করছি, যিনি নিদ্রা যান না এবং মৃত্যুমুখেও পতিত হন না, যিনি পূত-পবিত্র। তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং ফিরিশতা ও আত্মাসমূহের পালনকর্তা।

নামায শেষে এই মুনাজাতটি পাঠ করা উত্তম:

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নার। ইয়া খালিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্নার। বিরাহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্‌ফার, ইয়া

কারীমু ইয়া সাত্তার, ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বার, ইয়া খালিকু ইয়া বার্‌র। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নার, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীর, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অনুবাদঃ ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট বেহেশত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে বেহেশত ও দোযখের সৃষ্টিকর্তা! হে মহাপরাক্রমশালী! হে মার্জনাকারী! হে দয়ালু ও অনুগ্রহপরায়ণ! হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী! হে দয়ালু ও দাতা! হে আধিপত্য বিস্তারকারী! হে সৃষ্টিকর্তা! হে অনুগ্রহকারী! আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের দু'আ কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করুন। হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী! হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও দাতা! আপনার অপার অনুগ্রহে আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।

তারাবীহ্ নামায শেষে তিন রাকআত ওয়াজিব বিতর নামায আদায় করে নেবেন। বিতর শুধুমাত্র রমজান শরীফে জামআতে তারাবীহ্ নামায শেষে জামআতে আদায় করা যাবে। অন্য কোন সময় জামআতে আদায় করা জায়েয নয়।

ঝ. সালাতুল হাজত

বিপদে-আপদে, অভাব-অনটনে, রোগ-শোকে, ভবিষ্যতে কোন সমস্যা বা বিপদে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে অথবা মনে কোন বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হলে সকলেরই উচিৎ মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করা। আর আল্লাহর দরবারে নামাযের মাধ্যমে আবদার করাই হলো সর্বোত্তম পথ। এটাই হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। যেমন হাদীস শরীফে আছে,

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ ...

অনুবাদঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফ আসলামী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে

বললেন, "আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর সৃষ্ট কোনো বস্তু থেকে কারো কোনো প্রয়োজন পূরণের দরকার পড়লে, সে যেনো অযু সেরে নেয়। এরপর দুই রাকআত নফল নামায পড়ে। তারপর [নিম্নে উদ্ধৃত দু'আটি] পাঠ করে।" [তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ]

অপর আরেক হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়: "যে কেউ ভালোভাবে অযু সেরে দু' রাকআত নফল নামায আদায় করে কোন হাজতের উদ্দেশ্যে, তার আশা হয় সাথে সাথে পূর্ণ হবে না হয় আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন পূর্ণ করবেন।" [আহমদ, আবুদ দাউদ]

মা-বোনদের সুবিধার্থে এই নামাযের সহজ পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরছি।

১. প্রথমে সালাতুল হাজতের নিয়তে দুই রাকআত নামাজ খুব মনোযোগসহ আদায় করবেন। **নিয়ত: আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত সালাতুল হাজত সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম।**

২. প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন (কুল-ইয়া- আইয়ু্য) পাঠ করুন।

৩. দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর পাঠ করুন সূরা ইখলাস (কুলহু ওয়াল্লাহু)।

৪. যথারীতি নামায শেষে জায়নামাযে বসে নরম দিলে আপনার সমস্যা বা হাজতের জন্য আল্লাহর দরবারে নিজের ভাষায় দু'আ করুন। অবশ্য আরবী কিছু দু'আ পাঠের নিয়মও আছে। নিম্নে একটি দু'আ উচ্চারণ ও অর্থসহ দেওয়া হলো।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِيْ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুল কারীম। সুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল 'আরশিল 'আজীম। আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। আল্লা-হুম্মা ইন্নী

আসআলুকা মূজিবা-তি রাহমাতিক। ওয়া'আযা-ইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বিররিওঁ ওয়াস্‌সালা-মাতা মিন কুল্লি ইছমিন। আসআলুকা আল্লা তাদা'আ লী যাম্‌বান। ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা- হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়ালা- হা-জাতান হিয়া লাকা রিদ্বান ইল্লা ক্বাদ্বাইতাহা- লী।

অনুবাদঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি ধৈর্যশীল ও দয়ালু। মহান আরশের মহাধিপতি। সকল প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। হে আল্লাহ! আপনার নিকট রহমতের ওয়াসিলা কামনা করছি। আপনার ক্ষমার দৃষ্টি প্রার্থনা করছি। সব ধরনের নেক কাজ করা এবং সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি। আপনি আমার সকল গুনাহ্‌ মাফ করে দিন। দূর করুন যাবতীয় দুশ্চিন্তা। আপনার মনঃপূত আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করুন। [ইবনে মাজাহ]

এও. সালাতুত-তাওবাহ

আমরা সাধারণ মানুষ। জীবনচলার পথে জানা-অজানা অনেক গুনাহের কাজে আমরা লিপ্ত হয়ে পড়ি। যেটুকু সম্ভব নিজেকে গুনাহের কাজ থেকে দূরে রাখা সকলের কর্তব্য। এরপরও গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর দরবারে সর্বদাই মাফ চাইতে হবে। তাওবাহ করতে হবে। বান্দার তাওবাহ আল্লাহর নিকট একটি প্রিয় আ'মল। তিনি তো দয়ার সাগর। ক্ষমা-প্রার্থীকে মাফ করে দেওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষায় থাকেন। খাস দিলে তাওবাহর মাধ্যমে তাঁর কাছে চাইলে তিনি অবশ্যই শ্রবণ করবেন- মাফ করে দিবেন। এই তাওবাহ্‌র নিয়তে যদি কেউ দুই রাকআত নামায আদায় করেন তাহলে তা আল্লাহর দরবারে আরো বেশী পছন্দনীয় হয়। আপনার আবদার কবুল হবে বলে আশা করা যায়। এ সম্পর্কে একটি হাদীস এখানে তুলে ধরছি। হযরত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَّجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: هَذِهِ الْآيَةَ { وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ } إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ

অনুবাদ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "এমন কেউ নেই যার গোনাহ হওয়ার পর অযু সেরে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে মাফি মাঙ্গে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না।" এরপর তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কুরআনের এই সম্পূর্ণ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: [অনুবাদ] "তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে, আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।" [৩:১৩৫]"। [আবু দাউদ, তিরমিযী]

মা-বোনদের সুবিধার্থে নিম্নে তাওবাহ নামাযের নিয়ম লিপিবদ্ধ করলাম।

১. নিয়তের সময় বলবেন: **আমি কিবলামুখী হয়ে দুই রাকআত তাওবাহ্র সুন্নাত নামাযের নিয়ত করলাম।**

২. খুব ধ্যান-খিয়ালের মাধ্যমে যথারীতি নামায আদায় করবেন।

৩. এবার গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কাঁদাকাটি করবেন ও খাস দিলে তাওবাহ করবেন। আল্লাহর নিকট ওয়াদা করবেন এরূপ গুনাহের কাজ থেকে ভবিষ্যতে সর্বদা বিরত থাকবেন।

ট. সালাতুল কাযা

যদি কদাচিৎ কোন কারণে ফরয নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই [মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে] ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করা একান্ত জরুরী। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া এই নামায আদায়ে দেরী করলে গুনাহগার হবেন। সুতরাং সকলেরই উচিৎ প্রথমতঃ নামায যাতে কাযা হয় না সে ব্যাপারে খুব বেশী সতর্ক থাকা। আর কাযা হয়ে গেলে সাথে সাথে তা আদায় করে নেওয়া। ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায ছেড়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ। এ ক্ষেত্রে শুধু কাযা আদায় করলে চলবে না- সাথে সাথে তাওবাহও করতে হবে। কাযা নামায সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

১. ফযরের নামাযের কাযা যদি যুহরের পূর্বে আদায় করেন তাহলে আগে দুই রাকআত সুন্নাত ও পরে দুই রাকআত ফরযের কাযা আদায় করবেন। অন্যান্য সকল ওয়াক্তের কাযা শুধুমাত্র ফরয নামায। অর্থাৎ যুহরের চার রাকআত, আসরের চার

রাকআত, মাগরিবের তিন রাকআত ও ইশার চার রাকআত। এছাড়া বিতর [ওয়াজিব] নামাযেরও কাযা আদায় করতে হবে।

২. কোন ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গেলে তা আদায় না করে ওয়াক্তিয়া নামায পড়বেন না। আগে কাযা আদায় করবেন ও পরে ওয়াক্তিয়া নামায পড়বেন। দৃষ্টান্ত: আপনার ফযরের নামায কাযা হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে ওঠেই সুন্নাত ও ফরয কাযা আদায় করে নেবেন। মনে রাখবেন সূর্যোদয় থেকে ২৫ মিনিট পর্যন্ত সময় হলো মাকরূহ ওয়াক্ত। এ সময় কোন নামায পড়বেন না। যুহরের পূর্বের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয় জাওয়ালের [অর্থাৎ যুহরের ওয়াক্ত শুরুর] ২৫ মিনিট পূর্বে। সুতরাং এর আগেই কাযা আদায় করে নেবেন। যদি কোন ভুলবশত আপনি যুহরের পূর্বে কাযা আদায় করতে পারেন না, তবে যুহরের নামাযের পূর্বে প্রথমে শুধু 'দুই রাকআত ফরয' ফযরের কাযা আদায় করে নেবেন। তখন আর ফযরের সুন্নাতের কাযা আদায়ের সময় থাকে না। ফযরের এই কাযা নামায আদায় না করে যুহর পড়লে হবে না- আগে কাযা তারপর ওয়াক্তিয়া নামায। এভাবে কয়েক ওয়াক্তের কাযা থাকলে তা আগে আদায় করে ওয়াক্তিয়া নামায পড়বেন। তবে যদি এমন হয় যে, আগে কাযা পড়লে উপস্থিত ওয়াক্তিয়া নামাযও কাযা হয়ে যাবে তাহলে আগে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে তারপর কাযা পড়বেন।

৩. যদি কারো ২, ৩, ৪ বা ৫ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এক নাগাড়ে কাযা হয়ে যায় তাহলে তাকে বলে **'সাহেবে তারতীব'** [ধারাবাহিকতার অনুবর্তী] কাযাকারী। এরূপ ব্যক্তির জন্য কাযা ও ওয়াক্তিয়া নামাযের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ফরয। অর্থাৎ আগে কাযা আদায় করে তারপর ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে হবে।

৪. যদি ৫ ওয়াক্তের বেশী নামায এক নাগাড়ে কাযা হয়ে যায় তাহলে এ ব্যক্তির উপর **'সাহেবে তারতীব'** হওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে না। তখন তাকে যেভাবে সম্ভব কাযা আদায় করে নিতে হবে।

৫. আজকাল অনেকেই বালিগ/বালিগাহ হওয়ার পর পরিণত বয়স পর্যন্ত অসংখ্য নামায কাযা করে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাওবাহ করে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকলেও আগের জীবনে ছুটে যাওয়া সব নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব থেকে যায়। এই কাযা নামায আদায় করার নামই **'উমরী কাযা'**। প্রত্যেক ফরয নামাযের সঙ্গে এই কাযা নামায আদায় করতে পারেন। নিয়ত: উমরী কাযা নামাযের নিয়ত করতে যেয়ে শুধু বললেন **'আমার জীবনের প্রথম ছুটে যাওয়া ফযরের দু রাকআত [বা অন্য কোন নামাযের হলে তার] কাযা নামায আদায়ের নিয়ত করলাম।'** উমরী কাযা

শুরু করার সময় পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের **‘প্রথম ছুটে যাওয়া’** বলবেন। এরপর বলবেন, **‘পরবর্তী ছুটে যাওয়া’**। এভাবে কাযা আদায় কতোদিন করবেন তা নির্ভর করবে আপনি অতীতে কী পরিমাণ নামাযের কাযা করেছেন তার উপর। কেউ কেউ বলেন, ‘উমরী কাযা’ বলতে কিছু নেই! অনুগ্রহ করে এদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। আপনি-আমি আল্লাহর ফরয হুকুম পালনে অলসতা করেছি, স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় নামায ছেড়েছি। এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ তাওবাহ ও চেষ্টা-সাধনা। নামায কাযা হওয়ার দরুন তো আহাজারি করে কেঁদে তাওবাহ করবেনই- তার উপর ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন। এতে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণার দৃষ্টি আপনার-আমার উপর পতিত হওয়ার আশা করা যায়। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন।

ঠ. মুসাফিরের নামায

মা-বোনদের অনেকেই আজকাল মুসাফিরাহ হয়ে থাকেন। অবশ্য খিয়াল রাখবেন মহিলাদের ভ্রমণে অন্তত একজন **‘মাহরাম’** [স্বামী কিংবা যার সঙ্গে বিবাহ হওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং তিনি ধর্মভীরু ও পরহেজগার] পুরুষ সাথী থাকা ওয়াজিব। একাকী কিংবা কয়েকজন মহিলা মিলে ভ্রমণ বৈধ নয়। কেউ কেউ বলেন, আজকাল যেহেতু মহিলাদেরকে নিরাপত্তার চিন্তা তেমন বেশী করতে হয় না, তাই মাহরাম ছাড়া ভ্রমণ করতে বাঁধা নাই। এর জবাব হলো, নিরাপত্তা হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, শরীয়তের নির্দেশ মানা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ‘যুক্তি’ খাড়া করে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলকে তরক করলে কঠিন গুনাহ হবে। আমাদের জন্য **‘মহিলাদের ভ্রমণে মাহরাম থাকার নির্দেশটি মানা’** এ কথাটির আলোকে গ্রহণ করাই যথেষ্ট। যুগের চাপে চরমভাবে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত ওসব **‘আধুনিকতাবাদী যুক্তিপাগলদের’** কথায় আমরা কর্ণপাত করবো না। মুসাফির কাকে বলে তার উপর প্রথমে কিছু তথ্য তুলে ধরা জরুরী।

১. যে ব্যক্তি কমপক্ষে তিন মঞ্জিল বা ৪৮ মাইল [৭৭.২৫ কিমি] পর্যন্ত দূরে ভ্রমণে যেতে নিয়ত করে বাড়ি থেকে রওয়ানা দেবেন, শরীয়তের ভাষায় তাকে **‘মুসাফির’** হিসাবে গন্য করা হবে।

২. বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের এলাকা বা মহল্লা অতিক্রম করলেই উক্ত ব্যক্তির উপর মুসাফিরের যাবতীয় হুকুম প্রযোজ্য হবে।

৩. কেউ যদি তিন মঞ্জিল বা তার বেশী দূরে যাওয়ার নিয়ত না করে বাড়ি থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়াও ঘুরে আসেন, তবুও তিনি মুসাফির হবেন না।

৪. তিন মঞ্জিল বা এর বেশী দূরত্বে কোন শহর বা জনপদে ১৫ দিন বা ততোধিক সময় অবস্থানের নিয়ত করলে রাস্তায় নিজের মহল্লার বাইরে মুসাফির থাকলেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর ঐ ব্যক্তি আর মুসাফির থাকবেন না।

৫. অনুরূপ কেউ যদি তিন মঞ্জিল বা ততোধিক দূরবর্তী কোন জনপদে যেয়ে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করেন, আর পৌঁছার পর কোন কারণে বেশী দিন অবস্থান করেন তাহলে তিনি মুসাফিরই থাকবেন। মুক্বিম হবেন না। এভাবে বছরের পর বছর চলে গেলেও তিনি মুসাফির থাকবেন।

৬. মুসাফিরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু নামায কেঁটেছেটে আদায়ের নির্দেশ এসেছে। এটা মানা ফরয।

মুসাফির / মুসাফিরাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকলে অভিজ্ঞ আলিমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। মা-বোনরা যেভাবেই পারেন মুসাফিরাহ হচ্ছেন কি না এবং হলে নামায ও অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি হবে তা অবশ্যই জেনে নেবেন ও মুসাফিরাহ হওয়ার পর সে মুতাবিক আমল করবেন।

কিভাবে 'কসর' পড়বেন

মুসাফিরের নামাযকে **'কসর'** নামায বলে। নিম্নে এ নামায আদায়ের জরুরী বিষয়গুলো তুলে ধরছি। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মুসাফির অবস্থায় কসর নামায না পড়ে পূর্ণ নামায পড়া বৈধ নয়। কারণ, কসর নামায পড়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ।

১. শরীয়তসম্মত মুসাফির / মুসাফিরাহ এর জন্য **যুহর, আসর ও ইশার ফরয চার রাকআত নামাযের বদলে দুই রাকআত করে কসর আদায় করবেন।**

২. সুন্নাত নামাযের হুকুম হলো, ব্যস্ততা থাকলে ফযরের দুই রাকআত বাদে বাকী সকল নামাযের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া যাবে। অন্যথায় সুন্নাত পড়বেন। তবে সুন্নাতের কসর নেই।

৩. ফযর, মাগরিব ও বিতর নামাযের কসর নেই। এগুলো পুরোটাই পড়তে হবে। তবে ব্যস্ততা থাকলে মাগরিবের সুন্নাত বাদ দেওয়া যাবে।

৪. মুসাফির অবস্থায় যুহর, আসর ও ইশার চার রাকআত ফরয নামায ইচ্ছে করে কসর না করলে গুনাহ হবে।

৫. বাসস্থানে ফেরার পথেও মুসাফির থাকবেন যতক্ষণ না আপনি নিজের মহল্লায় পদার্পণ করবেন।

নামাযের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

আল-হামদুলিল্লাহ! আমরা মা-বোনদের নামাযের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করে শেষে করলাম। এবার নামাযের ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করছি। মা-বোনরা এই অধ্যায়টিও ভালো করে বার বার পাঠ করবেন। এতে সঠিক উপায়ে নামায পালনে সহায়তা হবে। অধ্যায়ের শেষের দিকে কোন্ কোন্ কারণে নামায মাকরুহ হয় এবং কোন্ কোন্ কারণে নামায বাতিল বা ভঙ্গ হয়ে যায়, তার উপরও অনেক তথ্য তুলে ধরলাম। আশাকরি মা-বোনরা এতে উপকৃত হবেন।

ক. মহিলাদের নামাযের ওয়াজিবাত

মহিলাদের নামাযের মধ্যে মোট ১০টি ওয়াজিব আছে। যথা: ১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতর, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ২. ফরয নামাযের শেষের দুই রাকআত ব্যতীত অন্যান্য সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠের পরই অন্য একটি সূরা বা এর কোন অংশ পাঠ করা। ৩. নামাযের ফরয কার্যাবলীকে তাদের নিজ নিজ স্থানে [অর্থাৎ তারতীব রক্ষা করে] আদায় করা। ৪. প্রথম বৈঠক, অর্থাৎ তিন ও চার রাকআতবিশিষ্ট নামাযে প্রথম দুই রাকআত শেষে তাশাহহুদ [আত্তাহিয়্যাতু] পাঠ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে অন্তত সে পরিমাণ সময় বসা। ৫. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। ৬. বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত পাঠের জন্য তাকবীর দেওয়া ও দু'আয়ে কুনুত পড়া। ৭. প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআত ও অন্যান্য নামাযের সকল রাকআতকে কিরআতের জন্য নির্ধারিত করা। ৮. শান্তিমতো নামায পড়া। যথা: রুকু, সিজদায় অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা; রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো; উভয় সিজদার মাঝে অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ সময় স্থির হয়ে বসা ইত্যাদি। ৯. নামায শেষে **'আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লা-হ্'** বলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করা। ১০. সূরা ফাতিহা অন্য সূরার পূর্বে পড়া। [আলমগিরী]

খ. মহিলাদের নামাযের সুন্নাতসমূহ

নামাযের মধ্যে মহিলাদের জন্য মোট ২২টি সুন্নাত আছে। যথা: ১. তাকবীরে তাহরীমার সময় মা-বোনদের হাতের অঙ্গুলিগুলো স্বাভাবিক রেখে হাতদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো [পুরুষদের হাতদ্বয় কান পর্যন্ত ওঠাতে হয়]। ২. তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা খাড়া রাখা। ৩. সানা [সুবহানাকা ...] নীরবে পড়া। ৪. তাআওউয [আউযুবিল্লাহ] নীরবে পাঠ করা। ৫. তাসমিয়া [বিসমিল্লাহির ...] নীরবে পড়া। ৬. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে নীরবে 'আমীন' বলা। ৭. মা-বোনদের জন্য বাম হাত খোলা অবস্থায় নীচে রেখে ডান হাত খোলা অবস্থায় বুকের উপর রেখে হাত বাঁধা [পুরুষদের নাভির নীচে হাত বাঁধতে হয়]। ৮. ফযরের নামাযে ৫০ আয়াত, যুহরের নামাযে ৩০ আয়াত, আসরের নামাযে ২০ আয়াত ও ইশার নামাযে ২০ আয়াত পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা। মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পাঠ করা। ৯. রুকুতে যাওয়ার সময় **'আল্লা-হু আকবার বলা'**। ১০. রুকুর মধ্যে অন্তত ৩ বার **'সুবহানা রাব্বিআল আজীম'** বলা। ১১. মহিলারা রুকু অবস্থায় হাতের আঙ্গুলে ফাঁক না রেখে হাঁটুর উপর শুধুমাত্র হাত রাখবেন [পুরুদের আঙ্গুল খোলা রেখে শক্তভাবে হাঁটুতে ধরতে হয় ও পিঠ এবং নিতম্ব বরাবর রাখতে হবে]। ১২. রুকু থেকে মাথা ওঠানোর সময় **'সামি'আল্লা-হুলিমান হামিদাহ'** ও **'রাব্বানা লাকাল হামদ'** বলা [জামাআতে নামায পড়লে ইমামের **'সামি'আল্লা-হুলিমান হামিদাহ'** বলার পর মুক্তাদীদের শুধু **'রাব্বানা লাকাল হামদ'** বলা]। ১৩. সিজদায় যাওয়ার সময় **'আল্লা-হু আকবার'** বলা। ১৪. সিজদা অবস্থায় অন্ত ত ৩ বার **'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা-'** পাঠ করা। ১৫. সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর সময় **'আল্লা-হু আকবার'** বলা। ১৬. উভয় সিজদার মাঝখানে উভয় হাত হাঁটুর কাছাকাছি রেখে কিছু সময় বসা। ১৭. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দরূদ শরীফ পাঠ করা। ১৮. দরূদের পর দু'আয়ে মাসূরা পড়া। ১৯. তাশাহহুদ পড়ার সময় **'আশহাদু আল্-লা-ইলাহা'** উচ্চারণকালে শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করে ইশারা করা ও **'ইল্লাল্লাহ'** বলার সময় নামানো। ২০. ফরয নামাযের শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। ২১. বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনূত শুরুর পূর্বে হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে **'আল্লা-হু আকবার'** বলা। ২২. সালাম ফিরানোর সময় পাশের ফিরিশতাদের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়ত করা [জামাআতে নামায আদায়কারীর জন্য পাশের ফিরিশতা, অন্যান্য মুক্তাদী ও ইমামের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়ত করা]। [আলমগিরী]

গ. মহিলাদের নামাযের মুস্তাহাবসমূহ

মহিলাদের নামাযের মধ্যে মোট ২০ টি মুস্তাহাব আছে। যথা: ১. তাহরিমা বাঁধা অবস্থায় উভয় হাতের কব্জা ওড়না বা কাপড়ের ভেতরে রাখা [পুরুষদের জন্য বাইরে রাখতে হয়]। ২. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পা মিলিয়ে রাখা [পুরুষদের চার থেকে ১২ আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখতে হয়]। ৩. নামাযের তাসবীহসমূহ ৩ বার অপেক্ষা বেশী বে-জোড় সংখ্যায় পাঠ করা [এটা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য]। ৪. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। ৫. রুকুর সময় পায়ের পাতার উপর দৃষ্টি রাখা। ৬. সিজদার সময় নাকের অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টি রাখা। ৭. বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখা। ৮. সালাম ফিরানোর সময় নিজের কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখা। ৯. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পিঠ দিয়ে হাই, কাশি ও হাঁচি রোধ করা এবং অন্য সময় বাম হাতের পিঠ ব্যবহার করা। ১০. সাধ্যমতো হাঁচি ও কাশি না দেওয়ার চেষ্টা করা। ১১. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখা। ১২. তারপর দুই হাত জমিনে রাখা। ১৩. তারপর নাক রাখা। ১৪. অবশেষে কপাল রাখা। ১৫. সিজদা থেকে উঠার সময় এর বিপরীত পদ্ধতিতে উঠা [অর্থাৎ প্রথমে কপাল, এরপর নাক, তারপর হাত ও সবশেষে হাঁটু ওঠানো]। ১৬. মাটিতে বিছানো উভয় হাতের মাঝখানে সিজদা করা। ১৭. সিজদার সময় মহিলাদের পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখা [পুরুষদের জন্য জমিন থেকে আলগা করে রাখা]। ১৮. সকল তাসবীহ বে-জোড় সংখ্যায় পাঠ করা। ১৯. সালামের সময় প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরানো। ২০. বৈঠকের সময় দুই হাত হাঁটুর নিকটে রাখা। [আলমগিরী]

সাহু সিজদা

নামাযে এক বা একাধিক ওয়াজিব কাজ ভুলবশত ছুটে গেলে এই সিজদা দিতে হয়। সাহু বা ভুলের সিজদা ওয়াজিব। এতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পরও তা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে- এই নামায পুনরায় পড়তে হবে।

সাহু সিজদার নিয়ম: ১. শেষ বৈঠকে শুধু আত্তাহিয়্যাতু [আধা-আত্তাহিয়্যাতু] পড়ে ডানদিকে সালাম ফিরান। ২. বাম দিকে সালাম না ফিরিয়ে **'আল্লা-হু আকবার'** বলে প্রথমে একটি সিজদা দিন। ৩. এরপর **আল্লাহু-আকবার** বলে সিজদা থেকে উঠে পুনরায় **'আল্লাহু আকবার'** বলে আরেকটি সিজদা দিন। ৪. উভয় সিজদা শেষে বসে

যথারীতি আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ, দু'আয়ে মাসূরা পড়ে উভয়দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করুন।

অন্যান্য ব্যাপার

প্রিয় মা ও বোনেরা! নামায আদায়ের সময় খুব সাবধান থাকবেন। কোন ফরয তরক করলে নামায বাতিল হবে। ওয়াজিব তরক করলে সাহু সিজদা দিতে হয়। আর সুন্নাত তরক করলে নামায মাকরূহ হবে। সুতরাং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ একান্ত জরুরী।

যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়

নামায নষ্ট হওয়ার অনেক কারণ আছে। এখানে বিশেষ ক'টি বর্ণিত হলো: ১. নামায অবস্থায় ভুল বা ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বললে। ২. নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে। ৩. কারো সালামের জবাব দিলে। ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে উহ্, আহ্ উচ্চারণ করলে। ৫. বিনা কারণে অতিরিক্ত কাশি দিলে। ৬. বিপদে কিংবা বেদনা হেতু সশব্দে কাঁদলে। তবে আল্লাহর ভয়ে নীরবে কাঁদলে নামাযের ক্ষতি হবে না। ৭. সুসংবাদ শুনে আল-হামদুলিল্লাহ বললে। ৮. দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ্ বললে। ৯. বিচিত্র সংবাদ শুনে সুবহানাল্লাহ্ বললে। ১০. হাচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বললে। ১১. নাপাক জায়গায় সিজদা করলে। ১২. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরালে। ১৩. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে দেখে তিলাওয়াত করলে। ১৪. শব্দ করে হাসলে। ১৫. মানুষের নিকট চাওয়া হয়- এরূপ জিনিসের দু'আ করলে। ১৬. কোন কিছু ভক্ষণ করলে। ১৭. কোন কিছু পান করলে। ১৮. নামাযে অশুদ্ধ কিরআত পাঠ করলে। ১৯. আমলে কাসির করলে। **'আমলে কাসির'** হলো এমন কোন কাজ যার দ্বারা মনে হয় লোকটি নামায পড়ছেন না। যেমন: উভয় হাতে বোতাম লাগানো, উভয় হাত দ্বারা শরীর চুলকানো ইত্যাদি। ২০. নামাযে বেশীক্ষণ বেহুদা কাজ করলে। ২১. তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় সতর উন্মুক্ত থাকলে। ২২. কোন ফরয কাজ ত্যাগ করলে।

নামাযে মাকরূহ কাজ

অনেক কাজ আছে যার দ্বারা নামায মাকরূহ হয়ে যায়। এখানে বর্ণিত কাজগুলো থেকে মা-বোনরা খিয়াল করে বিরত থাকবেন। ১. ধুলা-বালি লাগার ভয়ে জামা-কাপড় টেনে ধরা। ২. চুল উপর দিকে ঝুটি করে বাঁধা। ৩. দাঁত দিয়ে আঙ্গুলের নখ কাটা বা

কামড়ানো। ৪. আঙ্গুল মটকানো [বা ফুটানো]। ৫. আড়চোখে এদিক-সেদিক তাকানো। ৬. আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকানো। ৭. বিনা কারণে উভয় চক্ষু বন্ধ রাখা। ৮. আসন পেতে চারজানু অবস্থায় বসা। ৯. সিজদার জায়গার ধুলা-বালি, পিঁপড়া, কাঁকর ইত্যাদি এক বারের বেশী ঝেড়ে ফেলা। ১০. কপালে ধুলা-বালি লাগলে তা ঝেড়ে ফেলা। ১১. হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ ও আয়াতের হিসাব রাখা। ১২. মাথার উপর, সামন, ডান কিংবা বামে জীব-জন্তু-প্রাণীর ছবি রাখা। ১৩. তাড়াহুড়া করা। ১৪. রুকু সিজদায় তাসবীহ না পড়ে চুপ থাকা। ১৫. ধৌতকৃত ভালো পরিষ্কার কাপড় ঘরে থাকা সত্ত্বেও ময়লা কাপড় পরে নামায পড়া। ১৬. মুরগির ঠোকর দেওয়ার মতো তাড়াতাড়ি সিজদা দেওয়া। ১৭. কফ, থুথু ইত্যাদি ফেলা। ১৮. নামাযে কোন বস্তু বা আতরের ঘ্রাণ লওয়া। ১৯. ফরয নামাযে একই সূরা দু'বার পাঠ করা। ২০. দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় হাত-পায়ের অঙ্গুলগুলো স্বেচ্ছায় কিবলামুখী না রেখে অন্যদিকে ফিরানো। ২১. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু না রেখে হাত জমিনে রাখা। ২২. লজ্জাস্থানে হাত দেওয়া। ২৩. সন্তান বা অন্য কিছু কোলে রেখে নামায পড়া। ২৪. চানা-বুট অপেক্ষা ছোট কোন বস্তু গিলে ফেলা। ২৫. ছারপোকা বা মশা-মাছি মারা। ২৬. দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআত অপেক্ষা দীর্ঘ সূরা পাঠ করা। ২৭. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া। ২৮. অত্যধিক ক্ষুধার সময় খাবার সামনে রেখে নামায পড়া। এরূপ অবস্থায় আগে খেয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

নামায পরবর্তী উত্তম আ'মল

মা-বোনদের সুবিধার্থে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরবর্তী কিছু উত্তম আমলের বর্ণনা তুলে ধরছি। নিয়মিত এসব আ'মল করার চেষ্টা করবেন।

ফযরের নামায পরবর্তী আ'মল

ফযরের নামায শেষে প্রথমে তাসবীহে ফাতিমী আদায় করে নেবেন। এই তাসবীহ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে।

আসমাউল হুসনা তিলাওয়াত: নামায শেষে জায়নামাযে বসেই আসমাউল হুসনা পাঠ করে নিবেন। হাদীস শরীফে এসেছে, ফযরের নামায পড়ে নিম্নোক্ত নিয়মে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত [আসমাউল হুসনা] একবার মাত্র পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা ৭০ হাজার ফিরিশতা নিয়োগ করে দেন যারা সারাদিন তিলাওয়াতকারীর জন্য রহমত

ও মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন। আর ফিরিশতাদের দুআ তো আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হবে।

আসমাউল হুসনা তিলাওয়াতের নিয়ম: প্রথমে তিনবার এই কালামটি পাঠ করুন-

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আ'উযুবিল্লাহিস্ সামী'ইল আ'লীমি মিনাশ্‌শাইতোয়ানির্ রাজীম।

অনুবাদ: শ্রবণকারী মহাজ্ঞানীর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরপর পাঠ করুন:

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

উচ্চারণ: হুয়াআল্লা-হুল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আ'লিমুল গাইবি ওশ্‌শাহা-দাতি হুয়ার রাহমা-নুর রাহীম। হুয়াআল্লা-হুল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লাহু আল-মালিকুল কুদ্দূসুস্ সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যীযুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির, সুবহানাল্লাহি আ'ম্মা- ইউশরিকূন। হুয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুসাওয়িরু লাহুল আসমা-উল হুসনা-। ইউসাব্বিহু লাহু মা-ফিস্‌সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়াহুয়াল আ'যীযুল হাকীম।

অনুবাদ: তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই; তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই; নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত: ফযরের নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন। এছাড়া জিন্নাতের আসর থেকে তিলাওয়াতকারীকে হিফাজত করবেন। নীচে আয়াতুল কুরসী উচ্চারণ ও অনুবাদসসহ দেওয়া হলো।

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাই-ইউম, লা- তা'খুজুহু সিনাতু-ওয়ালা না'উম। লাহু মা-ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্ব, মান-যাল্লাজী ইয়াশফা'উ ই'নদাহু ইল্লা- বিইজনিহি, ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদিহিম ওয়ামা-খালফাহুম, ওয়ালা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম-মিন ই'লমিহি ইল্লা- বিমা শা-আ। ওয়াসি'য়া কুরসিয়্যু হুস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা ইয়াঊদুহু হিফজুহুমা- ওয়াহুয়াল আ'লিয়্যুল আ'জীম।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

সূরা আলে ইমরানের ২৬-২৭ আয়াত: হাদীস শরীফে আছে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ও ঘুমোবার সময় এই আয়াত দু'টি বেশী পরিমাণ পাঠ করলে রুজি-রোজগারে আশাতীত উন্নতি হয়। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং অভাব-অনটন দূর হবে। [আ'মলে কুরআনী]

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

উচ্চারণ: কুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল মুলকি তু’তিল মুলকা মান তাশা-উ, ওয়াতানযিউ’ল মুলকা মিম্মান তাশা-উ। ওয়া তুই’য্যু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ বিয়াদিকাল খাইর, ইন্নাকা আ’লা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। তু’লিজুল্লাইলা ফীন্নাহা-রি ওয়াতু’লিজুন্নাহারা ফীল্লাইল, ওয়াতুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মায়্যিতি ওয়াতুখরিযুল মায়্যিতা মিনাল হাইয়্যি, ওয়াতারজুকু মান-তাশা-উ বিগাইরি হিসা-ব।

অনুবাদ: বলুন ইয়া আল্লাহ! আপনিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আপনি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর আপনিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আনেন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের করেন। আর আপনিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত: ফযরের নামায শেষে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। এছাড়া হাদীস শরীফে এসেছে, একবার সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে ১০ খতম কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সওয়াব মিলে। মা-বোনদের যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারেন, তাঁরা প্রত্যহ ফযরের নামায শেষে তা পাঠ করার অভ্যেস করে নেবেন। হাদীস শরীফে এসেছে, মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে আল্লাহ তা’আলা রেহাই দেন।

এরপর বিভিন্ন তাসবীহাত পাঠ করতে পারেন। নিম্নে বিরাট ফজিলতপূর্ণ কয়েকটি তাসবীহর বর্ণনা তুলে ধরলাম।

মূল্যবান তাসবীহাত

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা- কুও-উয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আজীম, হুয়াল আওউয়ালু ওয়াল আ-খিরু ওয়ায্-যা-হিরু ওয়াল-বা-তিনু বিয়াদিহিল খাইরু, ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া আ'লা- কল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অনুবাদ: আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সকল প্রশংসার মালিক তিনি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান। মহামহীম সর্বোচ্চ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া ইবাদত করার শক্তি কারোর নেই। তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন, তাঁর হাতেই কল্যাণ নিহীত। তিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। সকল বিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান।

ফজিলত: উক্ত তাসবীহ সর্বদা পাঠ করলে কয়েকটি বিশেষ ফায়দা পাওয়া যায়: ১. শয়তান ও তার দল হতে হিফাজত করা হবে। ২. দান করা হবে পাঠকারীকে সওয়াবের ভাণ্ডার। ৩. তার পাপসমূহ মোচন করা হবে। ৪. মৃত্যুর সময় ১২ জন রাহমাতের ফিরিশতা আগমন করবেন। তারা বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং কবর থেকে হাশরের মাঠের দিকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে এরাই সম্মানের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

ছয় তাসবীহ: ফযরের নামায শেষে ছয় তাসবীহ আদায় করতে হয়। ছয় তাসবীহের নিয়ম পরবর্তীতে বর্ণিত হয়েছে। এটা আদায় করে নিম্নোক্ত কলিমাটি ১০০ বার পাঠ করলে কবরের একাগ্রতা ও ভয়ের সময় তা বন্ধু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন [১০০ বার]

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কেনো মা'বুদ নেই, তিনি বাদশাহ, প্রকাশ্য মহাসত্য।

এরপর সূর্যোদয়ের ২০-২৫ মিনিট পর চার রাকআত ইশরাকের নামায আদায় করে নেবেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি।

যুহরের নামায পরবর্তী আমল

ঠিক ফযরের মতো যুহরের নামায শেষেও জায়নামাযে থাকাবস্থায় তাসবীহে ফাতিমী পাঠ করবেন। যেটুকু সম্ভব দরূদ শরীফ ও ইস্তিগফার আদায় করে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, আসমাউল হুসনা এবং অন্যান্য আয়াত তিলাওয়াত

করবেন। এসব আমল নিয়মিত করলে অফুরন্ত সওয়াব হাসিল হবে। দুনিয়া-আখিরাতে বিরাট ফায়দা পাওয়া যাবে।

সূরা ফাতাহ তিলাওয়াত: যুহরের পর সূরা ফাতাহ তিলাওয়াত করা উত্তম। বুজুর্গানে দ্বীন পাঞ্জ সূরার একটি হিসাবে সূরা ফাতাহকে নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং এই সূরাটি নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যেস করবেন।

এরপর এই কালামটি পাঠ করবেন, এতে বিশ লক্ষ নেকী পাওয়া যাবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিম ওয়াল ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি একা, সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে তিনি জন্ম লাভ করেন নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

আসরের নামায পরবর্তী আমল

আসরের নামায শেষে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু খুব ফজিলতের। এ সময় দু'আ কবুল হয়। মা-বোনরা চেষ্টা করবেন এ সময়টুকু জায়নামাজে বসে তাসবীহ, দরূদ শরীফ ও তিলাওয়াতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে। অবশ্য প্রথমে তাসবীহে ফাতিমী আদায় করে নিবেন।

সূরা নাবা তিলাওয়াত: পাঞ্জ সূরার মধ্যে তৃতীয় সূরা এটি। আসরের নামাযের পর এই সূরাটি তিলাওয়াতের অভ্যাস করে নিবেন। এই সূরা পাঠ করলে অশেষ সওয়াব মিলে।

মাগরিবের নামায পরবর্তী আমল

মাগরিবের নামায শেষে তাসবীহে ফাতিমী আদায় করবেন। এরপর ছয় তাসবীহ পড়বেন। যদি এ সময় না পারেন তবে ইশার পরেও ছয় তাসবীহ পড়ে নিতে পারেন। এরপর সূরা হাশরের উপরোক্ত শেষ তিন আয়াত [আসমাউল হুসনা] পাঠ করবেন। এছাড়া ফযরের পরের আমলগুলো এ সময়ও পালন করার চেষ্টা করবেন।

সূরা ওয়াক্বিয়াহ তিলাওয়াত: পাঞ্জ সূরা হিসাবে মাগরিবের শেষে সূরা ওয়াক্বিয়াহ তিলাওয়াত করার নিয়ম। এই সূরা তিলাওয়াতের মধ্যে অনেক ফায়দা লাভ হয়। চেষ্টা করবেন এই সূরাটি নিয়মিত তিলাওয়াত করার।

আউয়াবিন নামায: মাগরিব পরে ৬ রাকআত আউয়াবিন নামায পড়ার নিয়ম আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতোমধ্যে হয়েছে।

ইশার নামায পরবর্তী আমল

ইশার নামাযের পর তাসবীহ, দরূদ পাঠ ও জিকির-আজকার করা উত্তম। তাসবীহে ফাতিমী শেষে অন্যান্য আমল করতে পারেন।

সূরা মূলক তিলাওয়াত: পাঞ্জ সূরার শেষ সূরা এটি। ইশার নামায শেষে নিয়মিত এই সূরা পাঠ করবেন। এটা পাঠ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

—·—·—·— **সমাপ্ত** —·—·—·—

জরুরী তাসবিহাত ও জিকির-আজকার

তাসবীহে ফাতিমী

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায শেষে পাঠ করবেন: **'সুবহানাল্লাহ'** ৩৩ বার, **'আলহামদুলিল্লাহ'** ৩৩ বার এবং **'আল্লাহু আকবার'** ৩৪ বার।

ছয় তাসবীহ

বাদ ফযর ও বাদ মাগরিব পাঠ করবেন: **سُبْحَانَ اللهِ সুবহানাল্লাহ** ১০০ বার, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লাহ** ১০০ বার, **لَا اِلٰهَ اِلَّااللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** ১০০ বার এবং **اَللهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার** ১০০ বার, **ইস্তিগফার:**

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

১০০ বার এবং **দরুদ শরীফ:**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى يَا كَرِيْمُ

১০০ বার। (ঠিক সময়মতো না পারলে দিনে একবার ও রাতে একবার উক্ত ৬ তাসবীহ পাঠ করে নেবেন।)

পাস আনফাস (দমের জিকির)

প্রত্যেক শ্বাস নেওয়ার সময় **'আল্লাহ'** ও ছাড়ার সময় **'হু'** মনে মনে খিয়ালের মাধ্যমে জিকির করবেন। এই জিকির করার সময় ঠোঁট-মুখ বন্ধ থাকবে, কোন আওয়াজ হবে না। সর্বদা এই জিকির করা যায়- উঠতে, বসতে, খেতে, ঘুমাতে, কাজে-কর্মে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে এভাবে ডুবে থাকার নামই হলো দমের জিকির।

মুরীদাহ হওয়ার ফজিলত

জানা থাকা দরকার, তাযকিয়ায়ে নফস (আত্মার পরিশুদ্ধি) -এর লক্ষ্যর্জনে প্রথম শর্ত হলো কোন হক্কানী কামিল বুজুর্গের হাতে বাইআত গ্রহণ করা। কারণ কামিল মুর্শিদ হলেন রূহানী ডাক্তার। আমরা যেভাবে শারীরিক রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য

ডাক্তার সাহেবের নিকট যাই এবং সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করি, ঠিক সেভাবে রূহানী রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন রূহানী ডাক্তারের। আর আমরা সকলে রূহানী রোগে সর্বদাই আক্রান্ত। সুতরাং কামিল মুর্শিদের নিকট সকলে মুরীদ/মুরীদাহ হয়ে রূহানী চিকিৎসা ছাড়া সত্যিকার অর্থে রূহানী রোগ থেকে মুক্তির কোন উপায় নাই। এ কারণেই ইতিহাসব্যাপী হক্কানী উলামায়ে কিরাম তাসাওউফের চর্চা করে আসছেন। রূহানী রোগের অন্তর্ভূক্ত কিছু ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন: গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে) ইয়াক্বীন, কিব্‌র (অহঙ্কার), রিয়া (দর্শনেচ্ছু), হাসাদ (হিংসা), নিফাক (মুখে ও অন্তরে অমিল), লোভ, লালসা, রাগ, হুব্বে দুনিয়া (দুনিয়ার মায়া) ইত্যাদি।

আমাদের আরয, মা-বোনদের যারা এখনও কোন হক্কানী কামিল মুর্শিদের নিকট বাইআত গ্রহণ করেন নি, তাঁরা শীঘ্রই মুরীদাহ হয়ে যান। এতে আ'মল-ঈমান ও ইয়াক্বীন সঠিক হবে- যা সকলেরই কাম্য।

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, ওযু এবং গোসলের দ্বারা বাইরের শরীর পাক হয় আর তাওবাহ দ্বারা অন্তর পাক-পবিত্র হয়। আর মুরীদ/মুরীদাহ হওয়ার প্রথম শর্তই হলো খাস দিলে তাওবা করে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআরে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো, তাওবাতুন নাসূহা"। (আত-তাহরীম : ৮)

'তাওবাতুন নাসূহা' (আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তাওবাহ) হওয়ার শর্ত হলো ৩টা: ১. নিজের গুনার উপর অনুতপ্ত হওয়া, ২. আল্লাহর নিকট আর গুনাহ করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া এবং ৩. তালাফী করা অর্থাৎ বান্দার হক থাকলে আদায় করে নেওয়া, নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে তা আদায় করা।

উক্ত সব শর্ত অনুযায়ী তাওবাহ করে নিলে মু'মিন/মু'মিনা ব্যক্তি এমন নিস্পাপ হবেন যে, তিনি যেনো কোন দিন গুনাহ করেন নি। তিনি আল্লাহর বন্ধু হিসাবে গণ্য হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ তা'আলা পেছনের সমস্ত গুনাকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর খাঁটি গোলাম/বান্দী হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহ.-এর স্মৃতিবিজড়িত

الخانقاه الامينية الاصغرية الجامعة الامدادية القومية

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া

Khanqae Aminia-Asgaria Jamia Imdadia Qaomia

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট। দানপত্র ডকুমেন্ট নং. ১৯৯৩১, তাং. ১৩/১২/২০১২ -এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

সম্মানিত মুসলমান ভাই ও বোনেরা! আপনাদের পরিচিত **'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া জামিয়া ইমদাদিয়া ক্বওমিয়া'** প্রতিষ্ঠানটি বিগত ২৪/০৯/২০১০ ইং তারিখে **কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহ.** ও আলী সেন্টারের মালিক **হাজী আলী আসগর রাহ.**-এর নির্দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমানে এতে তিনটি বিভাগ চালু হয়েছে।

১. তাযকিয়ায়ে নফস বিভাগ [আত্মশুদ্ধি বিভাগ], ২. তাফাক্কুর ও ইশাআত বিভাগ [গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ] এবং ৩. তা'লিম বিভাগ [শিক্ষা বিভাগ]।

১. আত্মশুদ্ধি বিভাগঃ দাওয়াত, তা'লিম, যিকির, ইবাদত, খিদমত, রিয়াযত ও মুজাহাদার নিমিত্তে প্রতি সপ্তাহের শনিবার দিনগত রাতে ইসলাহী মাহফিল ও প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শনিবার দিনগত রাতে ইসলাহী ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে **কুতবে আলম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী** রাহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা **হযরত মাওলানা নোমান সাহেব চট্টগ্রামী** এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীন অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২. গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগঃ দাওয়াত, তা'লিম, যিকির, ইবাদত, খিদমত, রিয়াযত ও মুজাহাদার নিমিত্তে ইতোমধ্যে প্রায় **২১**টি কিতাব প্রকাশ হয়েছে। আরো প্রায় ২০টি কিতাবের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে। এ বিভাগকে সঠিকভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আলিম-উলামা, লেখক, গবেষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছে।

৩. শিক্ষা বিভাগঃ এ বিভাগে দু'টি শাখা আছেঃ **১. নূরানী একাডেমী [প্রাইমারী শিক্ষাদান] এবং ২. ফুনূনাত [বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান]।**

নূরানী একাডেমীতে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী আরবী, বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং জরুরী মাসআলা-মাসাইল ইত্যাদি দ্বীনি শিক্ষাসহ যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করছে। এতে আছে মোট ৫টি ক্লাস।

ফুনূনাত শাখায় আরবী আদব (আরবী সাহিত্য) এবং ইংরেজী ভাষার উপর বর্তমানে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই শাখায় সরফ-নাহু [আরবী ব্যাকরণ], ইংরেজী ব্যাকরণ, ফন্নে তাফসীর আদবান [কুরআন শরীফের গভীর ব্যাখ্যা], ফন্নে ইফতা তাফাক্কুরান [ফাতওয়া ও গবেষণা], ফন্নে হাদীস [হাদীস অধ্যয়ন] শিক্ষাদান এবং ইয়াতাফাক্কারুনা ফী খালক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব [অর্থাৎ **'যারা আকাশ ও পৃথিবী নিয়ে গবেষণা করে'**] -এর ভিত্তিতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। এতে থাকবে ৭টি ক্লাস।

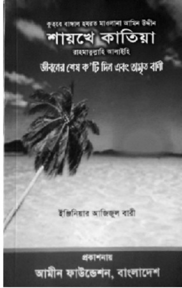
অপনাদের প্রাণপ্রিয় এ প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে সকলের দু'আ কামনা করছি। আল্লাহপাক আমাদের চেষ্টা ও শ্রমকে কবুল করুন।

আরয-গুজার

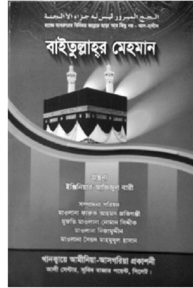
[শায়খ] **ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী**
প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
০১৭৩ ২৪৯৮২৮৮

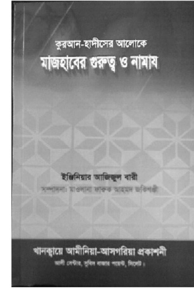
[শায়খ মাওলানা] **ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী**
প্রতিষ্ঠাতা প্রধান পরিচালক
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
০১৭৩ ৭৯১৩৪৬৩

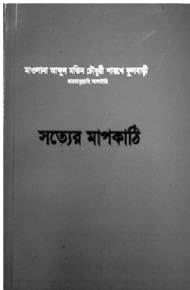
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী ও আল্লামা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ. ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য কিতাব

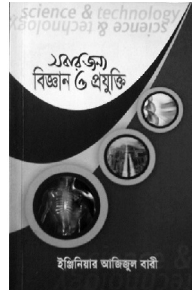


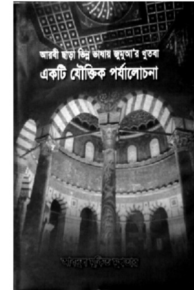


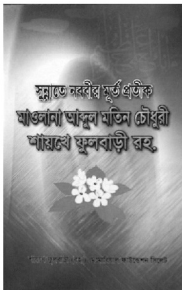


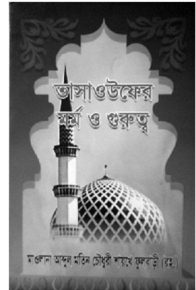


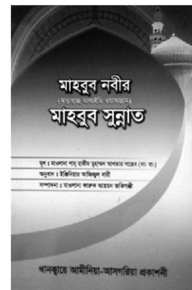


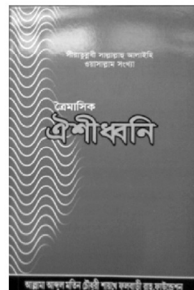













১. শায়খে কাতিয়া রাহ.: জীবনের শেষ ক'টি দিন ও অমৃত বাণী, ২. হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহ.-এর আল-ফুরক্বান- বঙ্গানুবাদ, ৩. বাইতুল্লাহর মেহমান, ৪. মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায, ৫. শায়খে ফুলবাড়ি রাহ.-এর সত্যের মাপকাঠি, ৬. সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ, ৭. সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমুআ'র খুতবা: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা, ৯. সুন্নাতের মূর্ত প্রতীক মাওলানা আবদুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ., ১০, তাসাওউফের মর্ম ও গুরুত্ব, ১১. মাহবুব নবীর মাহবুব সুন্নাত, ১২. ত্রৈমাসিক ঐশীধ্বনি।